সোরাব রুস্তাম।

(নাট্যরঙ্গ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

৩রা আশ্বিন শনিবার।

(মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ।৹ আনা।

৮০নং বিডন ষ্ট্রীট, কুসুমিকা প্রেস হইতে
শ্রীকরুণাময় সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ ।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়

করকমলেষু—

ভূমিকা।

এই নাটকের গল্পটী আমি ফার্ডাউসির "শাহনামা" নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। গল্পটি বিখ্যাত। ইংরাজি কবি Mathew Arnold এ বিষয়ে—একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

এ পুস্তকখানি রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি, যে আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল "হাবভাব" সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন ; এবং সুরুচিসঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে সুরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কিনা।

অশ্লীল কথায়—বা হাবভাবে মাতানো বা হাসানো শক্ত নয়। "দাদামহাশয়ী" ধরণের মোটা রসিকতা করিবার জন্য গ্রন্থকারের রসিক হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহাতেও ত লোক হাসে, আর বেশ পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসে।

উপরন্তু সে রসিকতা যতই অধিক কুৎসিৎ হয় সে ততই বেশী উপভোগ্য। সত্য কথা বলিতে কি, অশ্লীলতাই সে সকল রসিকতার প্রাণ। সেইজন্য এইরূপ সস্তা রসিকতা সমাজে এত প্রচলিত।

কুরুচি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। ইংলণ্ডেও অভিনেত্রীগণের নগ্নবৎ অবস্থা দেখিবার জন্য music hall গুলি প্রতিরাত্রি জনাকীর্ণ হয়। কিন্তু কোন গণ্য থিয়েটরে এরূপ দেখিলে শ্রোতৃবর্গ ব্যঙ্গচ্ছলে হাততালি দেয় ও শিষ দেয়। আমাদের দেশে যে দিন শ্রোতৃবর্গ সেইরূপ কুৎসিৎ রসিকতায় বা হাব-ভাবের প্রতি বিদ্বেষ না দেখাইবে ততদিন সংস্কৃত রুচির-দিকে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের অত্যধিক লক্ষ্য প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কারণ, শ্রোতৃবর্গকে আদিরস প্রচুর পরিমাণে দিতে পারিলে যে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগের প্রচুর লাভ হয়, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। আর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের স্বভাবতঃই সাধারণের রুচিসংস্কারের প্রতি অপেক্ষা নিজের আয়ের দিকে অধিক লক্ষ্য হইতই। কিন্তু সাহিত্যিকদিগের এ বিষয়ে, একটি কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি জাতীয় চরিত্র ও রুচিগঠন করিতে চেষ্টা না করেন, ত বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইয়া যাউক।

"সোরাব রুস্তম" দস্তুরমত অপেরা নয়—অপেরায় কতক-গুলি নাচগান জোড়া দিবার জন্য যেটুকু কথা বার্ত্তার দরকার হয়—সেইটুকু কথা বার্ত্তাই থাকে। কিন্তু এ নাটকের তৃতীয়

অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচগাণ তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার এ নাটিকার প্রথম অঙ্কে যেরূপ নাচগানের প্রাচুর্য্য আছে, কোন নাটকে তাহা থাকে না। অতএব ইহা নাটকও নহে। এককথায়—ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি এ নাটিকা খানি এইরূপ সংমিশ্রণে উপাদেয় হয়—ত আমার কিম্বা পাঠকের ক্ষোভের কোন কারয় থাকিবে না। যদি জিনিষটা ভালো হয় ত নামে কি যায় বিবেচনার ভার চিরদিনই পাঠকের উপরে। আমার সেবিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই।

কুশীলব।

(পুরুষ)

রুস্তাম	...	...	পারস্যের বীর।
সোরাব	...	...	রুস্তামের পুত্র।
কৈকায়ূশ	...	...	পারস্যের রাজা—
তুরাণ রাজ	...	...	
গুস্তাহাম	...	...	ইরাণ দুর্গের অধ্যক্ষ
হুজীর	...	...	গুস্তাহামের সেনাপতি—
হুমান, বর্ম্মান	...	...	তাতার সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়—
তৃশ	...	...	কৈকায়ূশের সেনাপতি।

স্ত্রী।

তামিনা	...	...	তুরাণ রাজ কন্যা।
আফ্রিদ	...	...	গুস্তাহামের কন্যা—
সারিয়া, হামিদা, পরাগ	...	...	তামিনার সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—তুরাণের একটি অরণ্য—তাহার পার্শ্ব দিয়া একটি নদী বহিয়া যাইতেছিল! কাল—সন্ধ্যা। পারস্যবীরোত্তম রুস্তম একটি তরুতলে নিদ্রিত।

বনদেবীগণের গীত।

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জতরুর শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহুস্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।
আয়লো সখি কর্ব্বি খেলা, আজ এ শান্ত সন্ধ্যাবেলা,
গীতিগন্ধবর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দেনা—উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ থেকে পড়বে তা'রা, হয়ে আবার বৃষ্টিধারা,
মানুষের এই হৃদয় মাঝে হয়ে যাবে আপনহারা;
অঙ্কুরিত কর্ব্বে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে।
গর্ব্ব তা'রা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে।

[প্রস্থান

রুস্তম। [নিদ্রা হইতে উঠিয়া] একি ! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ! এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ! — এরা কারা ?

দুইটি ব্যক্তির প্রবেশ।

রুস্তম ! তোমরা কা'রা ?

ব্যক্তি। মহাশয় ! আমরা এই সন্নিহিত গ্রামের দুইটি ভদ্র সন্তান ; এখানে বেড়াতে এসিছি ?

রুস্তম। কি নাম ?

২ ব্যক্তি ! মহাশয় ! আমাদের নামের এমন কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই যে বল্লে আরো বেশী চিন্‌বেন।

রুস্তম। এ কোন্ রাজ্য ?

১ ব্যক্তি। এ তুরাণ রাজ্য !

রুস্তম। শীকার কর্ত্তে কর্ত্তে এতদুর এসে পড়েছি ! এখন ফিরে যাওয়া ভার !—এ দেশের রাজধানী কি ?

১ ব্যক্তি। সামিঙ্গন !

রুস্তম। হাঁ সামিঙ্গনই বটে।—আপনারা যান।

২ ব্যক্তি। আপ্যায়িত হ'লাম।

রুস্তম। আমিও যাই।—আমার অশ্ব ? তাইত, আমার অশ্ব রাকুশ কোথায় ?

২ ব্যক্তি। সেটা কি মহাশয়, ঘুমাবার আগে আমাদের জিম্মায় রেখে ঘুমিয়েছিলেন ? [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

রুস্তম। এরা অত্যন্ত রূঢ়। আমায় সেলামটা পর্য্যন্ত কর্লে না ! উপরন্তু বেশ একটু পরিহাস করে' গেল ! এ দেশের কেউ কি রুস্তমকে চেনে না ?—যাই দেখি, আমার অশ্ব কোথায় গেল। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পারস্যের একটি নগরে একটি পরিত্যক্ত স্থান। কাল-রাত্রি।

পারস্যরাজ কৈকায়ূশ ও তাঁহার মহিষী দণ্ডায়মান।

মহিষী। বর্ব্বর তাতারহস্তে পরাজিত তুমি!
হা ধিক্ পারস্যরাজ! নিজ রাজ্য ছাড়ি'
পলায়িত, প্রতাড়িত শৃগালের মত,
পারস্যভূপতি তুমি!

কৈকায়ূশ। এ দুর্দ্ধর্ষ বীর,
এ তাতারদস্যু আফ্রাসিয়াব দুর্ম্মতি;—
সে দিন সে প্রতাড়িত রুস্তমবিক্রমে,
সুযোগ খুঁজিতেছিল। অদ্য সে রুস্তম
মৃগয়ানিরত, কোন, দূর অজানিত
বনে, বর্ষকাল ধরি';—সুযোগ বুঝিয়া
এসেছে আবার দস্যু।

মহিষী। অমনি সত্বর
দ্রুতপদে পলাইলে তুমি, লজ্জাহীন
পারস্যভূপতি! যদি রুস্তমবিক্রম
রাখিয়াছে রাজ্য—তবে রুস্তম আসিয়া
বসুক এ সিংহাসনে। তুমি বৃদ্ধসম,
ক্ষীণ বিকম্পিত হস্তে রাজদণ্ড ধর—
রুস্তম ধরিয়া আছে কফোণি তোমার!
বসিয়াছ সিংহাসনে, পশ্চাৎ হইতে
রুস্তম ধরিয়া আছে তোমারে সবলে!
লজ্জা করে না কি?—তুমি পারস্যসম্রাট?
—হা ধিক্!

কৈকায়ূশ। মহিষী! শত্রু নহে'ত আমার
একাকী তাতার দস্যু ; প্রজারাও আজি
আমার শাসনে রুষ্ট, বিশ্বাসঘাতক,
দিয়াছে সমরে যোগ তাতারের সনে।

মহিষী। সম্রাট্! তোমার প্রজা, বল কা'র দোষে,
দিয়াছে সমরে যোগ বিপক্ষের সনে?
স্বভাবতঃ মিত্র যা'রা, নিরীহ, তাদের
কে করেছে শত্রু? ভেবে দেখেছ কি তাহা?
—সে তোমার অত্যাচার, নির্ম্মম শাসন।
রাজসিংহাসনে বসি' রোষরক্ত আঁখি
ফিরায়েছো প্রজাদের অসন্তোষ' পরে,
অথচ দুহস্ত ব্যস্ত রেখেছো লুণ্ঠনে।
লালসাপ্রদীপ্ত বক্ষে চেয়েছো কেবল
পারস্য ললনা।—যেন প্রজা কেহ নহে,
শুদ্ধ যন্ত্র মাত্র তব হীন লালসার!
শুদ্ধ বর্ত্ম মাত্র তব সম্ভোগশকট
ছুটায়ে দিবার জন্য—প্রশস্ত নিয়ত!
এই কি রাজার নীতি? এই কি শাসন?
—মহারাজ! প্রজাদের দাও স্নেহ যদি,
তাহারাও দিবে স্নেহ ; উত্ত্যক্ত যদ্যপি
কর তাহাদের, তা'রা করিবে নিয়ত
উত্ত্যক্ত তোমারে! ঘৃণা রোষ দিয়া কভু
ক্রয় নাহি করা যায় ভক্তি প্রজাদের।
জানিও নিশ্চয় প্রভু।

কৈকায়ুশ। [ভাবিয়া] সত্য কহিয়াছ।
ফিরে যদি পাই পুনঃ রাজসিংহাসন,
করিব রাজ্যের ভিত্তি প্রজাদের প্রীতি ;
সাধিব নিয়ত নিত্য তাদের কল্যাণ।

মহিষী। জয় হৌক—পূর্ণ হৌক তব অভিলাষ। [প্রস্থান।]

কৈকায়ুশ। জানি, জানিতাম পূর্ব্বে অতি সত্য বাণী—
চিরন্তন সত্য এই।—তবু ভুলে যাই ;
যখন ক্ষমতাদৃপ্ত হই ; কোথা হ'তে
দুষ্প্রবৃত্তি জেগে ওঠে ; ভাবি বিশ্বতলে,
আমি ভিন্ন আর কারো সুখ সুখ নহে।
[তুশ, সদাজি ও গুরাজের প্রবেশ।]

কৈকায়ুশ। করিলে সন্ধান, তুশ ?

তুশ। করেছি সন্ধান।
রুস্তম তুরাণপ্রান্তে মৃগয়ানিরত।

কৈকায়ুশ। পাঠাও তাঁহারে তবে এই সমাচার—
বল তাঁরে ফিরিতে ইরাণে দ্রুতগতি ;
—পারস্যরাজার কহ এ দীন মিনতি।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গনের রাজসভা। কাল—প্রভাত।

তুরাণের রাজা ও পারিষদবর্গ ও বিদূষক।

রাজা। আমার একেবারে সমদর্শী বিচার।

পারিষদবর্গ। একেবারে চুল চেরা—চুল চেরা।

রাজা। তুমি কি বল বিদূষক ?

বিদূষক। মহারাজ! মহারাজের বিচার দেখে দয়াময় বিবেচনা কর্লেন যে এ তুরাণ রাজ্যে তাঁর থাকার আর দরকার নেই! তাই তিনি এ দেশ ছেড়ে চলে' গিয়েছেন।

রাজা। কোথায় গিয়েছেন?

বিদূষক। সেটা ইতিহাসে লেখে না। তবে বোধ হয় তিনি ইরাণ রাজ্যে গিয়েছেন।

রাজা। হাঁ, ইরাণ রাজ্যের রাজা কৈকায়ূশ ভয়ানক অত্যাচারী রাজা বটে।

পারিষদবর্গ। একেবারে সাক্ষাৎ দস্যু।

রাজা। রাজ্য শাসন কর্ত্তেই জানে না।

পারিষদ। একেবারে—[অবজ্ঞা সূচক ইঙ্গিত করিল]

বিদূষক। মহারাজ রাজ্যশাসনের একটা পাঠশালা খুলুন।

রাজা। রাজ্যশাসনের পাঠশালা!

বিদূষক। হাঁ তাতে শেখানো হবে কি রকম করে' উদারনীতি প্রচার ক'র্ত্তে হয়, আর কাজ কর্ত্তে হয় ঠিক তার বিপরীত—দুটোর সামঞ্জস্য রেখে।

রাজা। তা কখনও হয়?

বিদূষক। ঐ টুকুই ত শক্ত। নৈলে, শিখ্‌বে কি? তার পরে শেখাতে হয়, কি রকম করে' যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা উচিত; কিন্তু যুদ্ধস্থল হ'তে নিজে পালাতে হয় সকলের আগে।

রাজা। তুমি আমায় পরিহাস ক'র্চ্ছ?

বিদূষক। মহারাজ বুঝেছেন দেখছি।

রাজা। আমি ইরাণের সঙ্গে গত যুদ্ধে পালাইনি। তবে কিনা—

বিদূষক। ঐ তবে কিনার জায়গাটায় গোল, মহারাজ!

রাজা। তবে কিনা ঐ রুস্তম—

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ ঠিক বলেছেন—তবে কি না ঐ রুস্তম।

রাজা। যদি সেই যুদ্ধে বীর রুস্তম পারস্যরাজার সহায় না হোত, তা হ'লে এই কৈকায়ূশকে আমি শুদ্ধ চোখ রাঙ্গিয়ে সারতাম—যুদ্ধ কর্ত্তে হোত না!

পারিষদবর্গ। যুদ্ধ!—হেঁঃ—তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ [হাস্য]

বিদূষক। বরং তা হলে মহারাজ পারস্যরাজের সঙ্গে একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আস্‌তেন বোধ হয়।

রাজা। পৃথিবীর মধ্যে বীর আমি আর ঐ রুস্তম।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] আর ঐ রুস্তম।

বিদূষক। মহারাজ নিজের সঙ্গে রুস্তমের নামটা বিনয় করে' কর্লেন বোধ হয়।

রাজা। না, রুস্তম বীর বটে।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, তা বটে।

বিদূষক। আমি শুনেছি, মহারাজ, যে শাস্ত্রে আছে, যে ঈশ্বর বীরত্ব জিনিষটা তৈরি করে' তিনখানা জাহাজ করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এক জাহাজ দেন রুস্তমকে, এক জাহাজ দেন মহারাজকে, আর এক জাহাজ দয়াময় বাকি সব মানুষগুলোদের মধ্যে বিলি করে' দেন।

রাজা। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না।

পারিষদবর্গ। যো কি!

বিদূষক। মহারাজ! পৃথিবীর মধ্যে সব প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়, কেবল একটি প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

রাজা। সে প্রশ্নটা হচ্ছে কি?

বিদূষক। সে প্রশ্নটা হচ্ছে এই—যে, যদি মহারাজের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ হয়—ত, কে জেতে।

রাজা। বাহুযুদ্ধে রুস্তম আমার সমকক্ষ হতে পারে বটে, কিন্তু তরোয়াল নিয়ে কখনই পারেনা।

বিদূষক। উঁহুঃ! অত সহজে প্রশ্নটির মীমাংসা হচ্ছে না মহারাজ! প্রশ্ন বড় কঠিন!

রাজা। তারপরে রুস্তমের বুদ্ধি একেবারে নেই; কিন্তু—এই আমার বুদ্ধি!—এ রকম বুদ্ধি—

পারিষদবর্গ। সচরাচর দেখা যায় না।

রাজা। তুমি কি ভাব্‌ছো বিদূষক?

বিদূষক। আমি ভাব্‌ছিলাম যে মহারাজের বুদ্ধির একটা আরক তৈরি ক'রে একটা ব্যবসা খুল্লে হয়।

রাজা। তুমি পরিহাস কর্চ্ছ [হাস্য]

পারিষদবর্গ সঙ্গে সঙ্গে হাস্য করিল।

নেপথ্যে [বহুকণ্ঠে] রুস্তম! রুস্তম।

রাজা। 'রুস্তম' কি! —ও কি শব্দ! শব্দ যে এই দিকেই আস্‌ছে। 'রুস্তম' কি! [বিদূষককে] ওহে! 'রুস্তম' কি!—ঐ যে, উগ্রমূর্ত্তি রুস্তমই ত আমার সভায় আস্‌ছেন!—ওহে ওহে [লুকাইবার চেষ্টা]

বিদূষক। সেই প্রশ্নটার মীমাংসা বুঝি হয়ে যায় মহারাজ!

রাজা। [পারিষদের পশ্চাতে] না আমি ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি না। তবে কিনা—

বিদূষক। ঐ "তবে কিনা" জায়গাটায় বরাবরই গোল বাধে মহারাজ!

প্রথম অঙ্ক।

[ক্রুদ্ধভাবে রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। কে রাজা ?

রাজা। আজ্ঞে কি হয়েছে !

রুস্তম। রাজা কে ?

বিদূষক। আজ্ঞে এ দেশের রাজা কেউ নেই।

রুস্তম। রাজা কেউ নেই ? তা কখন হতে পারে ?

বিদূষক। তাওত বটে। তা ত হতে পারে না, দেখ্‌ছি।

রুস্তম। কে রাজা ?

বিদূষক। কে রাজা !

রুস্তম। দেখ আমার এই মেজাজটা নিয়ে খেলা কর্ব্বার জিনিষ নয়। রাজা কে, এই মুহূর্ত্তে বল—নহিলে এক পদাঘাতে [ভূতলে পদাঘাত]—

রাজা, বিদূষক ও অধিকাংশ পারিষদ ভূপতিত হইলেন।

রুস্তম। এখনও বল, কে রাজা ?

বিদূষক। [রাজাকে] বলে' ফেলুন মহারাজ। আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

রুস্তম। [রাজাকে] আপনি রাজা ?

রাজা। আজ্ঞে ! আমার কি অপরাধ হয়েছে ?

রুস্তম। আপনার রাজ্যে আমার অশ্ব রাকুশ চুরি গিয়েছে। আমি সে অশ্ব চাই।

রাজা। আজ্ঞে খুঁজে দিচ্ছি—কিছু সময় দিন।

রুস্তম। আচ্ছা, তিন দিন সময় দিলাম।

রাজা। আজ্ঞে, সে তিন দিন আপনি—

রুস্তম। সে তিন দিন আমি এখানে থাক্‌বো।

রাজা। অবশ্য অবশ্য।

রুস্তম। আমার খাদ্যের আয়োজন করুন। আমার বিশ্রামের ঘর কোথায়?

রাজা। এই যে—এই দিকে আসুন—এই দিকে [রুস্তমকে লইয়া প্রস্থান]

বিদূষক। বাপ্! যেমন শরীর, তেমনি মেজাজ। আর একবার [ভূমিতে পদাঘাত]—তা হ'লেই আর দেখ্‌তে হ'ত না। প্রাণপাখী আমার এখনও আমার বুকের পাঁজরায় পাখার সাপট মাচ্ছে'। স্থিরোভব। প্রাণপাখী আমার! স্থিরোভব। ভয় পেয়ো না।

বিদূষক ও সভাসদদিগের গীত।

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি।
—করি যদি সত্য কথা জারি,—
উঠ্‌লাম দিয়ে লম্ফ—ভাবলাম হল ভূমিকম্প—
(যখন) পড়ে গেলাম জগঝম্প—ত্রিভঙ্গ মুরারি!—
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি।
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ি ফিরি মানে মানে,
আসন্নবৈধব্য তাঁদের ঘুচাই—যদি পারি—
—ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী॥

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা।

রাজকন্যা তামিনা ও সখীগণ।

সখীগণের গীত।

সখি বদন তোল;—চাহো ফিরে;
মুছে ফেল তব নয়ন নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয় ভরা মধু—
এসেছে ঘরে,—
সোনার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে॥

তবে বাঁধো তারে তোমার প্রেমহারে,
ফুল ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখো ঘিরে ॥

তামিনা। সখি! আমি শয়নে স্বপনে এতদিন এই রুস্তমেরই স্মৃতি ধ্যান কর্চ্ছিলাম! তিনি যখন স্বয়ং এই প্রাসাদে এসেছেন, তখন বিধি আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন, বল্‌তে হবে।

১ম সখী। তা বল্‌তে হবে বৈকি!

তামিনা। আমি মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করেছি!

২ সখী। আচ্ছা সখি, তুমি তাকে না দেখেই পতিত্বে বরণ কর্লে কি রকম করে'?

তামিনা। দেখার কি দরকার? তাঁর নাম আসমুদ্র-পরিখ্যাত; তাঁর বীরত্ব ইরাণ রাজ্যের স্তম্ভ। আমি বাহিরের রূপ চাহি না। আমি তাঁর গুণমুগ্ধ।

সারিয়া ও হামিদার প্রবেশ।

সারিয়া! সখি সখি! দেখে এলাম।

তামিনা। কি?

হামিদা। কি আবার, তোমার প্রাণকান্তকে দেখে এলাম।

তামিনা! রুস্তমকে?

সারিয়া। হাঁ সখি!

তামিনা। কি রকম দেখ্‌লে?

হামিদা। কি রকম যে, তা ভালো করে' দেখিনি, তবে কি রকম নয় যে, তা বেশ করে' দেখে এসেছি।

সারিয়া। একেবারে তন্ন তন্ন করে—

হামিদা। শুনবে ?

সারিয়া। শোন—

গীত।

সারিয়া। ও তার, কটীদেশে পরা নহে পীত ধড়া নাহি শিখি-চূড়া শিরে।
হামিদা। ও সে, বাজায় না বাঁশি, মুখে মৃদু হাসি,
নিকুঞ্জে যমুনাতীরে গো!
সারিয়া। ও তার রাজীব চরণে বাজেনা নূপুর,
রিনিনি ঝিনিনি কি দিনদুপুর;
হামিদা। নহে, সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম—কথা নাহি কয় ধীরে গো!
সারিয়া। ও সে জানেনাক ছলা-কলা গো;
হামিদা। হাতটি ধরিতে ভুল করে' যেন ধরেনা কাহার গলাগো;
সারিয়া। ও সে বেণীটি ধরিয়ে, হাসিতে হাসিতে, খায়নাক কানমলা গো।
হামিদা। কারো, কাণে কাণে কথা কয়না, যে কথা সদরে যায় না বলা গো।
সারিয়া। সে নয় কালো শশী (যা কেহই কোথাও দেখিনে গো।)
হামিদা। সে নয় কেলেসোনা (যা কোথাও কেতাবে লেখেনি গো)
উভয়ে। সে নয়, মদনগোপাল,—ননীর অঙ্গ;
কুঞ্চিতকেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ;
—রমণীর মত জানেনা রঙ্গ;
অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

তামিনা। এ ত ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের কথা হোল। আমি পড়েছি।

সারিয়া। তা পড়বে না! ভারতবর্ষের লোকেরা যে আমাদের কি "তুত" ভাই হয়।

হামিদা। আর সে রাজ্য পারস্যের এত কাছে। তুমি যদি ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের কথা যদি শুনে না থাকো, তবে

তুমি তুরাণের রাজকন্যা হয়ে জন্মেছিলে কেন? সেই রাধিকারমণ—

সারিয়া। ননিচোরা—

হামিদা। নিপট কপট শ্যাম—খাসা লোক! ইনি কিন্তু সেরকম ন'ন।

তামিনা। রুস্তম কি রকম ন'ন, তা জেনে কি হবে! তিনি কি রকম, তাই জান্তে চাই।

সারিয়া। কি রকম শুনবে?

হামিদা। শোন—

গীত।

হামিদা। ও তাঁর, বিশাল দেহ, দেখেনি কেহ হেন বাহু দুই খানি।
সারিয়া। তাঁর ললাট উচ্চ বক্ষ বিরাট, মেঘগম্ভীর বাণীগো।
হামিদা। ও তাঁর, প্রকাণ্ড গোঁফ—
সারিয়া। বৃষস্কন্ধ—
হামিদা। শিরোপরে নাহি কেশের গন্ধ—
সারিয়া। সখীরে তোমার কপাল মন্দ—
হামিদা। জানি সখী তাহা জানিগো;
সারিয়া। নাহি যদি পাও তাহারে—
হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানিগো।

তামিনা। আমি ঐরূপই কল্পনা করেছিলাম।

সারিয়া। সখিরে!

হামিদা। কি হ'লো।

সারিয়া। একদিন তাঁরে স্বপনে দেখেছিলাম।

হামিদা। বুকচাপা হয়েছিল বুঝি!

সারিয়া। সে আমার আমি তার—

হামিদা। অন্য কারো হবনা নাকি?

সারিয়া। এইত পুরুষ! নহিলে পুরুষগুলো যদি স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখে, নাকিস্বুরে কথা কয়, অপাঙ্গে চায়, আঁচল ঘুরিয়ে পরে, আর "প্রাণনাথ" বল্‌তে স্বুরু করে, তা হ'লে স্ত্রীলোকদের একটা উপায় কর্ত্তে হয়। যে পুরুষগুলো কেশের বেশের বেশী পরিপাট্য করে, তাদের দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়।

হামিদা। তা হয় বটে।

সারিয়া। তাদের যেন সদাই ভাবনা—

গীত।

সারিয়া। নিদয় বিধাতা কেননা আমারে
জগতে পাঠালে রমণী ক'রেরে।
হামিদা। শুধু সহিবনা প্রসব বেদনা,
দশ মাস তারে জঠরে ধ'রেরে।
সারিয়া। পরিতাম মালা খাইতাম মধু,
হামিদা। ডাকিতাম শুধু 'প্রাণনাথ বঁধু',
সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী—
হামিদা। দেখিতাম শুধু
প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরেরে॥

[পরাগের প্রবেশ।]

পরাগ। সখি সখি! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সারিয়া ও হামিদা। কি! কি!

পরাগ। রুস্তমের ঘোড়া পাওয়া গেছে।

তামিনা। সে ত ভালই হয়েছে।

পরাগ। কিন্তু রাজার আস্তাবল যে খালি!

তামিনা। কি রকম!

পরাগ। রাজার ঘোড়াগুলো তা'কে দেখে ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুট্।

তামিনা। সে কি!

পরাগ। কিন্তু ঘোটকীগুলোর আচরণ অন্য রকম দাঁড়ালো।

সারিয়া ও হামিদা। কি রকম?

পরাগ। ঘোটকীগুলো সব তাকে ভারি পেয়ার কর্ত্তে আরম্ভ করে' দিলে! তার মধ্যে একটী ঘোটকী সেই ঘোটকের কাছে গিয়ে, সেলাম করে', হেসে, কাণ নীচু করে' বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, বল্লে "বেশ চেহারা"। রুস্তমের ঘোড়া'ও ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে বাঁপায়ের এক চাট দিলে। রাজা ও রুস্তম তাদের পরস্পরের প্রতি পূর্ব্ব-রাগের লক্ষণ দেখে, তাদের বিয়ের ঠিক ক'রে, এখন দিন স্থির কর্ত্তে বসেছেন।

সারিয়া। ও সখি কি হ'লো!

তামিনা। কি?

হামিদা। লক্ষণ যে বড় ভালো। তুমি ও এই অবসরে যদি রুস্তমের দিকে চেয়ে ঘাড়টা ডান দিকে বাঁকিয়ে ফেরাতে পারো—

সারিয়া। তা হলে সব গোল চুকে যায়—একসঙ্গে জুটো বিয়ে হয়ে যায়।

তামিনা। কিন্তু—

সারিয়া। আর এর মধ্যে কিন্তু নেই। একেবারে "অতএব"।

হামিদা। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই সখি।

মারিয়া। এসো আমরা তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি।

তামিনা। সে কি!

হামিদা। আর "সে কি" নয়। চল চল।

সখী সকলের গীত।

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হীরা-হেম-রজতে সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হ'তে' পাড়ি', গাঁথি' হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি' দি' ও আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারাহীরাভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর চুম্বি' যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা—দিব ভানুলেখা আনি' নবঘন স্নেহে সিনায়ে;
দিবরে বসন—সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক—কবির গীত ভকতিরাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—কিশোরপ্রেমস্বপন হাসি।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গন প্রাসাদের একটী শয়ন কক্ষ। কাল—নিশীথ।

রুস্তম নিদ্রিত।

রুস্তম। [উঠিয়া] এ দুঃস্বপ্ন! দূরে এক বিকট চীৎকার!
বিশাল সমুদ্রবক্ষে পোত একখানি
টলিছে তরঙ্গে; বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ;

প্রকাণ্ড তরঙ্গ, আর ফেণা রাশি রাশি ;
আর চারিদিকে তা'র মত্ত হাহাকার।
—এমন সময় এক স্বর্গীয় সঙ্গীত,—
ক্ষীণ, পরে উচ্চতর ; পরে চারিদিকে
আর কিছু নাই, শুধু অসীম সঙ্গীত।
পরে এক দেবতার দীর্ঘশ্বাস এসে
ঘিরে নিয়ে গেল তারে। স্তব্ধ, শান্ত, স্থির
মেদিনী আকাশ! পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি আর
রাশি রাশি নীলিমা আকাশে। চেয়ে দেখি
—সঙ্গীত পড়িয়া আছে ; তাহার উপরে
দাঁড়াইয়া এক স্থির মূক হাহাকার।—
কে তুমি ?

[দীপ হস্তে তামিনার প্রবেশ।]

তামিনা। তামিনা আমি, রাজার দুহিতা।

রুস্তম। এ সেই সঙ্গীত।

তামিনা। বীর—

রুস্তম। যেন পরিচিত,
অথচ কখন পূর্ব্বে দেখি নাই তা'রে।
মুখে একি আভা,—যেন সব বর্ণরাজি
চরণে দলিত করি', শুভ্র ও রক্তিমা
প্রভুত্বের জন্য সেথা করিছে সমর।
এ গতি—উত্তপ্ত মধ্য-নিদাঘ-নিশীথে,
একটি সমীরোচ্ছ্বাস,—যাহা এসে যায়,
ঈষৎ স্তিমিত করি' দীর্ঘ দীপশিখা।

ছুটী নয়নের তারা—যেখানে ঘুমায়
ঘনীভূত রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতনীলিমা।
গ্রীবাভঙ্গ—সুগঠিত গর্ব্ব ও ব্রীড়ায়।
ওই বক্ষঃস্থল—যা'র উত্থান পতন,
জন্ম ও মৃত্যুর করে স্তব্ধ অভিনয়।
সামিঙ্গন রাজকন্যা তুমি ?—কিম্বা দেবী ?
নহিলে ঝঙ্কার কেন তব পদক্ষেপে ?
ও অঙ্গ ঘেরিয়া কেন স্বর্গের সৌরভ ?
—এ কি দয়া ? কিম্বা এক নিষ্ঠুর ছলনা ?
আমি কি জাগ্রত কিম্বা নিদ্রিত ?

তামিনা। রুস্তম !
তোমার বীরত্বগাথা শুনিয়াছি আমি,
করিয়াছি তোমারেই পতিত্বে বরণ।
—আমায় বিবাহ কর।

রুস্তম। এ ভঙ্গী, এ স্বর,
মিথ্যা ত বলে না। এই দৃষ্টি সমুজ্জ্বল ;
—এ ত মিথ্যা বলেনা কখন !

তামিনা। বীরবর !
জানিও অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা নারী আমি ;
কিন্তু নিঃসঙ্কোচে আজি আসিয়াছি বীর,
তব পার্শ্বে, পতিপার্শ্বে যেমতি নির্ভয়ে
আসে পত্নী !—আমাদের যুগল আত্মার
সম্মিলন, বদ্ধ কর পুণ্য পরিণয়ে !
পিতার সম্মতি চাহো !

রুস্তম। স্বপ্ন সত্য হয়!—

দেবি! কল্য প্রাতে তবে চাহিব তোমার
পিতার সম্মতি। তব মন্ত্রমুগ্ধ আমি।
—আমি এক বন্য পশু; তুমিই তাহারে
মুহূর্ত্তে করিলে বশ।—হৃদয়ে আমার
রিপুর প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝা অব্যাহতগতি,
বহিয়া যাইতেছিল এতদিন।—তুমি
তাহারে করিলে শান্ত মুহূর্ত্তে সুন্দরী।

[তামিনা তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন, রুস্তম তাহা চুম্বন করিলেন]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গন বিবাহ সভা। কাল—রাত্রি।
বিবাহ আসনে উপবিষ্ট রুস্তম ও তামিনা।
বিবাহ-উৎসব। সখীগণের নৃত্যগীত।

গীত।

হৃদয়ে হৃদয় মিশে গেছে আজ,
প্রাণে মিছে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী বহিছে উজান।
[ওলো সই]
জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ,
মধুর ভাবেতে ভাবিছে ছন্দ,
কাঁপে সুরলয়ে মহা আনন্দ,

—উঠিছে গভীর গান;
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে সুর বাঁধা,
—উঠিছে গভীর গান।
শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
রৌদ্রে মিশেছে লর হাসি,
মহান আবেগে বিষাদ বিরাগ
হয়ে গেছে অবসান।
প্রণয়ের নব প্রভাতে রজনী
হয়ে গেছে অবসান॥



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহাকাল। আমি মহাকাল ; আমি অন্ধ, মত্ত মহা পারাবার ;
বৎসরের কোটী ঢেউ উঠে পড়ে হৃদয়ে আমার।
মেদিনীর মত আমি কেড়ে নেই, যাহা করি দান ;
হিংস্রজন্তুসম আমি গ্রাস করি আপন সন্তান।
জীবের রক্তাক্ত চক্র ঘর্ঘরিয়া আমি যাই চলি',
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তা'র, তৃণসম চক্রতলে দলি'।
বিংশতি বৎসর কাল এইরূপে জ্বলি' ধীরে ধীরে,
আবার নিভিয়া গেছে সে অনাদি প্রগাঢ় তিমিরে।
গেছে চলি' এই মত বিচ্ছেদের বিংশতি নিদাঘ,
করি' পরিতপ্ত সতী তামিনার ব্যর্থ অনুরাগ।
রুস্তম পারস্য যুদ্ধে রণোন্মত্ত, বুঝি আজ তা'র
সামিঙ্গনরাজকন্যা তামিনায় মনে নাহি আর।
কিন্তু তাঁর পুত্র এক, নেত্রাঞ্জন, সুকুমার, ধীর,
করিয়াছে স্নিগ্ধ রূপে আলোকিত অঙ্ক দুঃখিনীর।
বিংশতি বসন্ত ঋতু সোরাবের উপরে, তাহার
বর্ষিয়াছে স্নেহসিক্ত, কুসুমিত সৌন্দর্য্যসম্ভার।

বিংশতি বরষা গেছে ধরণীরে করি' বারিদান ;
—সেই দিন হ'তে আজি বিংশতি বৎসর ব্যবধান।
[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন।

তামিনা ও তাঁহার সখীগণ।—দূরে দিবা দণ্ডায়মান।

তামিনার গীত।

আঁধার জোয়ার আসে ঐ —ধীরে ধীরে তায়
সোনার জগত খানি কূলে কূলে ছেয়ে যায়।
সে জোয়ারে আসে ভাসি,' অনন্ত আলোক রাশি,
অনন্ত অভয়ভরা দিবা হাসি নিলীমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি তৃপ্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যার সেতুর' পরে, এমনি এমনি ক'রে,
তা'র পথ চাহি চাহি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি নব নিরাশায়।

[সোরাবের প্রবেশ।]

সোরাব। এই যে মা, একাকিনী এখনও এখানে ?
কি ভাবিছ মা আমার !

তামিনা। না বৎস ! কিছু না !

সোরাব। না মা বল, বল, বল !—শুধু আজি নহে ;
মা, আমি জানিনা, কেন তুমি নিত্য হেন
বিষাদে লালন কর হৃদয়ে তোমার।
কি দুঃখ তোমার, বল।

তামিনা। কি দুঃখ তাহার,
তুমি যার পুত্র, বৎস!

সোরাব। তথাপি, তথাপি,—
কি হেতু মলিন তুমি?—দেখিয়াছি আমি
সন্ধ্যাকাশপানে তুমি চেয়ে চেয়ে রহ;
পরে সূর্য্যঅস্তে যায়; পরে ছেয়ে আসে
পশ্চিম আকাশে ছায়া; সন্ধ্যা তারা উঠে;
পরে ধীরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহরি'
অগণ্যনক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হয়;
তবু সেই চেয়ে আছ।—গভীর নিশীথে
গিয়াছি তোমার কক্ষে, তুমি নিদ্রাহীন,
উঠেছো চমকি' কহি'—"কে বৎস সোরাব?"—
ভাবিতে ভাবিতে কভু চক্ষে জলকণা
দেখা দেয়, মুছে ফেল তা'রে, গান গাও—
যেন কিছু ঘটে নাই। সহসা আমারে
আগ্রহে চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে;
আমার সমস্ত মুখ নিষ্পেষিত কর
প্রগাঢ় চুম্বনে; পরে কাঁদ, পরে হাস।
কি দুঃখ তোমার মাতা! বল, বল—আমি
সে দুঃখ করিব দূর।

তামিনা। সোরাব! সোরাব!!

[সোরাবের গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন]

সোরাব। মা, মা!

তামিনা। জানিস্ কি বৎস—কার পুত্র তুই?

জানিস্ কে তোর পিতা ?

সোরাব। না, তুমিত' তাহা
বল নাই আমারে কখন !

তামিনা। শোন্ তবে,—
রুস্তম জনক তোর ! এতদিন কেহ
কহে নাই তোর কাছে তোর পিতৃনাম,
আমারি নিষেধে বৎস !

সোরাব। রুস্তম ! রুস্তম !
যাঁর কীর্ত্তি, যাঁর নাম ভুবনবিখ্যাত !—
সেই—সেই রুস্তম আমার পিতা !

তামিনা। তোরে কভু
দেখেন নি তিনি। আজ বিংশতি বৎসর
তিনি নিরুদ্দেশ ! আর্জি বিংশতি বৎসর,
আছি আমি তাঁর পুণ্য স্মৃতি ধ্যান করি'।

সোরাব। মাতা, আমি তাঁর পুত্র, তথাপি, তথাপি,—
এতদিন পিতা পুত্রে হয়নি সাক্ষাৎ ?

তামিনা। কহিয়াছিলেন তিনি যাইবার কালে,
যদি মোর পুত্র হয়, আপনি আসিয়া
লইয়া যাবেন তারে।

সোরাব। তথাপি, জননী,
আসেন নি আজো তিনি !

তামিনা। না বৎস, আমিই
পাঠায়েছিলাম তাঁরে মিথ্যা সমাচার—

যে আমার কন্যা হইয়াছে ; অবজ্ঞায়
তাই বুঝি আসেননি তিনি।

সোরাব। কেন মাতা
এ মিথ্যা বলিয়াছিলে ?

তামিনা। সোরাব ! সোরাব !
বলিতে হইবে "কেন" ?

সোরাব। মাতা, মিথ্যা কভু
শুভফলপ্রদ নহে !—অন্তিমে তাহার
নিশ্চয়ই অশুভ ঘটে। যা হৌক, জননী,
আমি যাবো, অন্বেষিয়া তাঁহারে, এখানে
স্নেহের শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া আনিব।

তামিনা। যাস্‌না সোরাব।

[তামিনার ভ্রাতা জুয়ারার প্রবেশ]

তামিনা। ভাই জুয়ারা জুয়ারা !
সোরাবে বারণ কর, দোহাই তোমার !

জুয়ারা। কি বারণ করিব, তামিনা ?

তামিনা। চলে যেতে।

জুয়ারা। কি সোরাব ! কোথা যাবে ?

সোরাব। পারস্যে, মাতুল :
যেখানে আমার পিতা।—একি বিপরীত !
পিতাপুত্রে এ জীবনে হবেনা সাক্ষাৎ ?
পতি পত্নী আমরণ রহিবে বিচ্ছেদে ?
আমি যাব জনকের করিতে সন্ধান।

তামিনা। জুয়ারা ! সোরাবে আজি কহিয়াছি আমি

তাহার পিতার নাম!—কেন কহিলাম!

জুয়ারা। সত্য কথা, তামিনা। সোরাব চিরদিন
রহিবে কি পিতৃহারা?

সোরাব। আরও এক কথা,—
শুনিতেছি কৈকায়ূশ, পারস্যাধিপতি,
ছাড়িয়া দিয়াছে রাজ্যে মুক্ত স্বেচ্ছাচার।
প্রপীড়িত প্রজাদের করুণ ক্রন্দন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বড় হয়ে পৌঁছিয়াছে এই
সুদূর তুরাণরাজ্যে। পারস্য রাজার
দমন করিব আমি এই স্বেচ্ছাচার।
পিতা আর আমি যদি সম্মিলিত হই,
আমাদের কোন্ কাজ অসাধ্য ভুবনে?
—অনুমতি দাও মাতা!

তামিনা। অনুমতি দিব?
জীবনের একমাত্র সম্বল আমার!
তোরেও ছাড়িব যদি, কোন্ সুখে আর
জীবন ধরিব পুত্র?

জুয়ারা। আসিবে আবার।
তামিনা! র'বে কি পুত্র চিরদিন তা'র
মাতার অঞ্চল ধরি'?

সোরাব। আবার আসিব;
পরিপূর্ণমনস্কাম আবার আসিয়া
বন্দিব চরণ তব।—অনুমতি দাও।

তামিনা। তবে যাও বৎস, তব পিতৃঅন্বেষণে।

আমিও যেমন তোর জননী, রুস্তম
তেমনিই তোর পিতা। বাধা দিবনাক
সঙ্গত ইচ্ছায় তোর।—ভ্রাতা, সঙ্গে যাও ;
রহিও সতত সঙ্গে, দেখিও তাহারে।
যদি বা বৎসের দেখ আসন্ন আপদ,
ত্বরা সে সম্বাদ দিও রুস্তমে।—রুস্তম
হইলে সহায় তা'র, নাহি কোন ভয়!
দাঁড়াও, দাঁড়াও বৎস! পরাইয়ে দেই,
তোমারে সে পিতৃদত্ত অক্ষয় কবচ।

[তামিনার প্রস্থান।

সোরাব। অক্ষয় কবচ?—কোন্ অক্ষয় কবচ?
জুয়ারা। সোরাব! রুস্তম যবে এই রাজধানী
করিলেন ত্যাগ, এক কাঞ্চন কবচ
দিয়া তামিনার হস্তে—কহিলেন—"যদি
পুত্র হয় দিও বাঁধি' বাহুতে তাহার
মম নামাঙ্কিত এই অক্ষয় কবচ।"

[তামিনার পুনঃ প্রবেশ।]

তামিনা। এই সে কবচ! [বাঁধিয়া দিলেন] বৎস সোরাব! কবচ
বাঁধিয়া দিলাম বৎস। দেখিলে কবচে
চিনিবেন তিনি ; যাও, তবে বৎস,—যাও,
মাতৃপদধূলিসহ লও আশীর্ব্বাদ।

[আশীর্ব্বাদ করিয়া চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সোরাব। মাতারে ছাড়িয়া যেতে চাহিছেনা প্রাণ;
তথাপি যাইতে হবে।

জুয়ারা। চল বৎস, চল!
রাজার নিকটে গিয়া লই অনুমতি।

[নিষ্ক্রান্ত]

[নিশার প্রবেশ]

দিবা। এখনও সময় হয়নি যাবার, চাইনা যেতে আমি।

নিশা। দেখলো চেয়ে তপন তোমার অস্তাচলগামী।

দিবা। আকাশ আমার সোনার বরণ,
এখন কেন আসে মরণ,

নিশা। দেখ' তোমার ক্রমে ক্রমে নিভে আসে আলো।
ভাল' সময় থাকে যখন, তখন যাওয়াই ভালো।

দিবা। শ্যামল ধরা সুনীল আকাশ আমি ভাল'বাসি।

নিশা। আবার পাবে প্রভাত হ'লে—

দিবা। এখন তবে আসি।

[প্রস্থান।]

নিশার গীত।

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা
মুখে ল'য়ে মৃদু মধুর হাসি।

সন্ধ্যাতারার প্রবেশ ও গীত।

শুক। আলোক সাগরে এই যে গো আমি,
আঁধার জোয়ারে এসেছি ভাসি।

নিশা। সোনার আকাশ দেখনা চেয়ে—
ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে,
—সখীরা কোথায়?

অন্য গ্রহতারাদের প্রবেশ ও গীত।

তারা। এই যে এসেছি
যেমতি নিত্য নিশীথে আসি।

তারাকুলের প্রবেশ নৃত্য গীত।

গম্ভীর নিশীথে অসীম গগণে
আমরা যে গান গাই,
আলোক বিন্দু হইয়ে ধরায়
ঝরিয়া পড়েগো তাই।
আমাদের আছে ঘেরি' চারিধার,
কেবল আঁধার—কেবল আঁধার—
রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—
নাই, আর কিছু নাই;
তাহার মধ্যে হইতে অনাদি
সে গান শুনিতে পাই।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গনের রাজসভা। কাল—অপরাহ্ন।

রাজা ও বিদূষক।

রাজা। রুস্তমের আচরণটা বিশেষ অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। আমার মেয়ে বিয়ে করে,' এই বিশবৎসর একেবারে নিরুদ্দেশ।

বিদূষক। হাঁ মহারাজ, তাইত দেখ্‌ছি।

রাজা। যেমন তার স্বভাব।—যখন শীকার ক'র্ত্তে বেরিয়েছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, শীকারই চলেছে। যখন আহার

নিদ্রায় মন দিল, ত' কেবল খাচ্ছে, আর ঘুমোচ্ছে।—আর কোন কাজ নেই।

বিদূষক। ঐ জায়গায়টায় তাঁকে হিংসা হয়, মহারাজ।

রাজা। আবার যখন যুদ্ধ চলেছে, ত' যুদ্ধই চলেছে। এখন বোধ হয় সুরার স্রোত চলেছে। আর পৃথিবীতে আর সব ভুলে আছে।

বিদূষক। বেছে বেছে আচ্ছা জামাই পাকড়েছেন কিন্তু মহারাজ! যাকে দেখলেই আমার দস্তুরমত সর্দ্দি গর্ম্মি হয়।—বাপ কি চেহারা!

রাজা। বীরের চেহারা!

পারিষদ। হাঁ বীরের বটে। কিন্তু ভদ্রলোকের নয়। তার পরে এই খামখেয়ালী মেজাজ! বিয়ে করে' বিশ বছর নিরুদ্দেশ।

রাজা। পারস্যরাজ কৈকায়ূশ যে ডেকে পাঠালে। তাকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে এখন—

বিদূষক। নিশ্চিন্ত।

রাজা। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে, যদি আমার মেয়ের খবরই নেবেনা, তবে এ রকম বিবাহ করাই বা কেন!—তা বল্‌তে পারিনে।

বিদূষক। শুধু এ রকম কেন? কোন রকমই বিয়ে করাই যে কেন, তা আমিও বল্‌তে পারিনা।

রাজা। কেন?

বিদূষক। বিয়ের পর বছর দুই একরকম বেশ স্বপ্ন দেখে কেটে যায়, কিন্তু তার পরেই এমন একটা অবস্থা এসে

দাঁড়ায়, যাতে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ—যাকে দেখি তাকেই হিংসে হয়।

রাজা। কি রকম।

বিদূষক। এটা দস্তর মত একটা দাসত্ব। তফাৎ এই, যে, মুনিবের দাসত্ব করে' দুপয়সা পাওয়া যায়, আর স্ত্রীর দাসত্ব করে' যথাসর্ব্বস্ব তাঁকেই আবার দিতে হয়। তার উপরে আসল ধারের উপর সুদের মত ছেলেপিলেগুলোর সংখ্যা বাড়তেই চলেছে।

রাজা। তোমার বিবাহিত জীবন তা হ'লে বিশেষ সুখের হয়নি।

বিদূষক। সুখের? দস্তর মত—দুঃখের,—কি বলবো মহারাজ আর কথা খুঁজে পেলাম না।

রাজা। কি রকম?

বিদু। তবে শুনুন।

গীত।

প্রথম যখন বিয়ে হলো, ভাবলাম বাহা বাহারে।
কি রকম যে হয়ে গেলাম, ব'লবো তাহা কাহারে।
এমনি হ'ল আমার স্বভাব, যেন আমি হ'লাম নবাব,
নাইকো আমার কোনই অভাব, পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব,
রোচেনাক' আহারে।
ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ;
দূরে থেকে দেখবো শুধু শুঁকবো শুধু গন্ধ টুক;

রাখবো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে ক'রবো না তায়,
রাখবো তারে মাথায় মাথায়, মুদবো নাক, আঁখির পাতায়,
হারাই পাছে তাহারে।
শঙ্কা হোতো—পাছে প্রিয়া কখন করে' অভিমান,
পরীর মতন, পেখম তুলে হওয়ার সঙ্গে মিশে যান;
নকল নবিশ প্রেমের পেশায়, হয়ে রেতুম বিভোর নেশায়;
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়—
মরি মরি আহা রে।
দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাত প্রিয়া তৈরী নন;
বচন সুধার যায়না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন;
যদি একটু হেলায় ফেলায়, আস্‌তে দেরী রাত্রির বেলায়;
—অমনি তর্ক শুরু চেলায়, পালাই তাঁর বকনি ঠেলায়
পগারে কি পাহাড়ে।
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে' আরও পরিচয়,
পরীর মতন মোটেই প্রিয়ায় উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথায় রতন নেপ্টে রৈলেন আটার মতন,—
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হল পতন—
রচেছিলাম যাহারে॥

রাজা। তাইত'! তাহ'লে ব্যাপারটা দস্তুরমত কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বল্‌তে হবে।

বিদূষক। কঠিন? দস্তুরমত—খারাপ!

[জুয়ারা ও সোরাবের প্রবেশ]

রাজা। কি ভায়া! এ বেশ?

সোরাব। দাদা মহাশয়, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রাজা। বিদায় ? সেকি! কোথায় যাচ্ছ ?

সোরাব। ইরাণে।

রাজা। ইরাণে ? কেন ?

সোরাব। আমার পিতার কাছে।”—রাজা জুয়ারাকে ইঙ্গিত করিলেন।

জুয়ারা। সোরাব জান্‌তে পেরেছে, যে রুস্তম তার পিতা।

রাজা। ও! কিন্তু তার ত দেখা পাবেনা।

সোরাব। আমি খুঁজে বের কর্ব্ব!—না দাদা মহাশয়! আমি যাবো, আর এই পারস্যরাজকে দমন কর্ব্ব। সেই স্বেচ্ছাচারী দস্যু—

রাজা। সেকি ভায়া, তুমিও তোমার বাপের স্বভাবটা পেলে নাকি ? পারস্যের রাজা একটা পরাক্রান্ত রাজা—

সোরাব। তা হোক। আমি ভয় করিনা। আমি কা'র পুত্র! পিতা আর আমি এক হ'য়ে এ স্বেচ্ছাচার শাসন দমন ক'র্ব্ব। অত্যাচার দমন কর্ব্বার জন্যই ত' বাহুবল। নইলে, ঈশ্বর মানুষকে শক্তি দিয়েছিলেন কেন ?

বিদূষক। ঈশ্বর দিয়েছিলেন কেন, তা ঈশ্বর জানেন।

সোরাব। অত্যাচার যখন শক্তির মদিরা পান করে, তখন সে কেবল এক তরবারির যুক্তি মানে।

বিদূষক। শাস্ত্রেই আছে তর্কের সেরা লাঠির গুঁতো।

রাজা। আচ্ছা যাও ভাই। তবে জুয়ারা, তুমিও সঙ্গে যাও। সোরাব নেহাইৎ ছেলেমানুষ। আমি সঙ্গে কিছু সৈন্য দিচ্ছি।

জুয়ারা। হাঁ আমিও যাচ্ছি। আর আফ্রাসিয়াব আমাদের ১২০০০ তুরকী সৈন্য দিতে চেয়েছেন!

রাজা। ও! তা বেশ। দেখো, সাবধানে যেও। অশ্বশালা থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব বে   ।

জুয়ারা। রুস্তমের সেই অশ্বের শাবকই সব চেয়ে তেজস্বী।

রাজা। হাঁ তবে সেইটেই নাও।

পারিষদ। হাঁ রুস্তমের শাবক তাঁর অশ্বের শাবকের উপর চড়ে' যাক্, নৈলে মানাবে কেন?

সোরাব। তবে আমি যাই দাদামহাশয়?

রাজা। যাও।

সোরাব ও জুয়ারা রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা। কি বল! কোন ভয়ের কারণ নেই বোধ হয়। সোরাব খুব বীর হয়েছে।

বিদূষক। মহারাজ! যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যে, যুদ্ধে দুটো সৈন্য, দুটো সার বেঁধে, পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে তীর ছুঁড়বে, ত সোরাব নাক্, কোন ভয় নেই।

রাজা। নেইত!

বিদূষক। না কোন ভয় নেই। তবে যদি পরস্পরের দিকে সম্মুখ ফেরে, তা হলেই ভয়ের কারণ আছে।

রাজা। আছে নাকি?

বিদূষক। বিশেষ। আমি এটা কোন রকমেই বুঝতে পারিনে মহারাজ, যে যুদ্ধটা পেছনে পেছনে না হ'য়ে সম্মুখে সম্মুখে হয় কেন। ওটা ভুল প্রথা। কারণ, নাক চোক ইত্যাদি লোকসান হবার জিনিষগুলি সব সম্মুখ দিকে।

রাজা। সেটা ঠিক।

বিদূষক। আরও একটা কথা এই, যে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে সৈন্যগুলো পরস্পরের দিকে এগোয় কেন? যদি দুটো সৈন্য কিছু না করে' কেবল পিছোয়, তা হ'লে আর কোন গোলই থাকে না, আর যুদ্ধটাও বেশ নির্ব্বিবাদে হয়ে যায়।

রাজা। তোমার খুব বুদ্ধি ত।

বিদূষক। আজ্ঞে বুদ্ধির জোরেই করে খাচ্চি।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—ইরাণের প্রান্তস্থ একটী দুর্গ। কাল—প্রভাত।
দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ হুজীর ও দুর্গাধিপতি গুস্তাহামের কন্যা
আফ্রিদ। সঙ্গে অন্য সৈন্যগণ।

গীত।

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরুক সোয়ার
সোরাব এলো সবাই কয়।
আফ্‌রিদ্। তার উদ্দেশ্যটা?—
হুজীর। ঠেকছে যেন কর্ত্তে চায় এ দুর্গ জয়।
আফ্‌রিদ্। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্‌রিদ্। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে!
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয়?
আফ্‌রিদ্। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বান;

হুজীর। যাঁ'র ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান!

আফ্রিদ। সেনাপতি!

হুজীর। যিনি চান—
আসুন, এ পদ কচ্ছি দান;

আফ্রিদ। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—

হুজীর। প্রাণটা এমন তুচ্ছ নয়।

বৃদ্ধ গুস্তাহামের প্রবেশ।

গুস্তাহাম। দেখ হুজীর! সোরাব এ দুর্গ অবরোধ করেছে। এখন কি করা যায়?

হুজীর। মহাশয়! এই ক্ষুদ্র সৈন্য নিয়ে সোরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

গুস্তাহাম। তবে যুদ্ধ করে' কাজ নেই।

আফ্রিদ। সেকি বাবা! এক বিশ বৎসরের বালকের কাছে পরাজয় স্বীকার কর্লে যে লোকে হাসবে।

গুস্তাহাম। তাওত' বটে হুজীর! লোকে যে হাসবে।

হুজীর। লোকে একটু হেসে প্রাণটা যদি বাঁচে, তাতে লাভ বৈ লোকসান নাই।

গুস্তাহাম। আফ্রিদ! হুজীর কথাটা সমীচীন বলেছে। লোকে না হয় একটু হাসলো। প্রাণটা ত' বাঁচলো।

আফ্রিদ। কিন্তু মান খুইয়ে প্রাণ!

গুস্তাহাম। তাও বটে। মান খুইয়ে প্রাণ—হুজীর।

হুজীর। মহাশয়! প্রাণই যদি গেল ত' মানটা ভোগ ক'র্ব্বে কে?

গুস্তাহাম। [সঙ্গে সঙ্গে] ভোগ ক'র্ব্বে কে?—বৎসে!

আফ্রিদ। এক বিশ বৎসরের বালক,—তার কাছে—

গুস্তাহাম। পরাজয় মেনেই বা নেই কি বলে'! তাওত বটে! —দেখ হুজীর এ বিষয়টা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। তোমরা দুজনেই সত্য কথা বলছো।

[প্রস্থানোদ্যত।

আফ্রিদ। তবে যুদ্ধ ক'র্ব্বেন?

গুস্তাহাম। কর যুদ্ধ।

হুজীর। কিন্তু—

গুস্তাহাম। তবে আর যুদ্ধ করে' কাজ নাই।

আফ্রিদ। বাবা!—

গুস্তাহাম। দেখ, আমার বুদ্ধিটা খেল্‌ছে না। তোমরা একটা আপোষে মীমাংসা কর। আমি যুদ্ধ কর্ত্তে জানি; কিন্তু যুদ্ধ করা উচিত কি উচিত নয়, তা আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর ম'র্ব্বার আগে সজ্ঞানে কিছু ব'লে যান্‌নি।

[প্রস্থান।

আফ্রিদ। ব্যাপারটা ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানেই রৈল।

হুজীর। অবিকল।

আফ্রিদ। এক পাও এগুলো না।

হুজীর। এক পাও না।

আফ্রিদ। দেখ, তোমরা যদি এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাছে পরাজয় স্বীকার কর ত' আমি তোমাকে কাপুরুষ বলবো।

হুজীর। তা না হয় বোলো।

আফ্রিদ। আর তোমার মুখদর্শন কর্ব্ব না।

হুজীর। ঐ জায়গায়টাই একটু গোল বাধ্‌ছে। কারণ তুমি জানো আফ্রিদ যে আমি—অর্থাৎ—তোমার—

আফ্রিদ। তা জানি বলে'ই ত বল্‌ছি। তা নৈলে আমি তোমার মুখদর্শন না কর্লে তোমার কি আস্‌ত' যেত।

হুজীর। তবে যুদ্ধ কর্ব্ব।

আফ্রিদ। এইত কথা!—পার্ব্বে?

হুজীর। খুব পার্ব্বো।

আফ্রিদ। উত্তম! তবে চল!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—ঐ দুর্গের বাহিরের সমরাঙ্গন। কাল—প্রাতুঃ!

তুরকী সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় হুমান ও বর্ম্মান।

বর্ম্মান। দেখ হুমান্। আফ্রাসীয়াব আমাদের ১২০০০ তাতার সৈন্য নিয়ে সোরাবের সাহায্যে পাঠিয়েছেন যে উদ্দেশ্যে তা ভুলে যেওনা।

হুমান। ভুলবো কেন বর্ম্মান! কিন্তু বীরবর রুস্তম পারস্যের রাজার সহায় থাকতে আফ্রিসিয়াবের পারস্যের রাজা হবার সম্ভাবনা কম।

বর্ম্মান। সোরাবের সঙ্গে রুস্তমের যদি একবার যুদ্ধ হয়, তবে সেটা একেবারে [illegible] না। দেখলে ত' কালিকার যুদ্ধে সোরাব বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুল দিয়ে যেন দুর্গসৈন্যাধ্যক্ষ হুজীরকে বন্দী কর্ল্লে।

হুমান'। কিন্তু সোরাব আর রুস্তমের যদি একবার দৈবাৎ পরিচয় হয়ে যায়, [illegible] হ'লে কি আর পিতা পুত্রে যুদ্ধ হবে?

বর্ম্মান। সেই পরিচয় হ'তে দেওয়া হবে না। আমরা এসেছি কি ক'র্ত্তে তবে? চল আমরা শিবিরভিতরে যাই। বৃষ্টি আসছে।

হুমান্। চল। [উভয়ের প্রস্থান]

[সোরাবের প্রবেশ।]

সোরাব। শূন্য সমরাঙ্গন! আজ আমার মাতার সেই সকরুণ সাশ্রু দৃষ্টিপাত, মনে আসছে'।—মা আমার। কাজ উদ্ধার করে' শীঘ্রই আবার আসবো—এ কে?

[সসৈনিক বীরবেশে আফ্রিদের প্রবেশ।]

সোরাব। কে তুমি?

আফ্রিদ। তুমি কি বীর সোরাব?

সোরাব। হাঁ বালক।

আফ্রিদ। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

সোরাব। তোমার সঙ্গে বালক!

আফ্রিদ। হাঁ আমার সঙ্গে।

সোরাব। এ কি [illegible]!

আফ্রিদ। পরিহাস নয়। যুদ্ধ কর।

সোরাব। তোমার সঙ্গে? পার্ব্বো না [illegible], ঐ ননীর অঙ্গে!

অস্ত্রাঘাত ক'র্ব্ব কেমন ক'রে? আর ও মুখখানি ত' চুমো খাবার।

আফ্রিদ। ব্যঙ্গ রাখো। যুদ্ধ কর।

সারাব! বালক! তুমি কত দিন হোল মায়ের দুধ ছেড়েছো?

[আফ্রিদ কথা না কহিয়া আক্রমণ করিলেন! সোরাব বিদ্যুৎবৎ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত ঠেকাইলেন]

সোরাব। তোমার অঙ্গে আঘাত কর্ব্বনা। তবে তোমার উষ্ণীষ রক্ষা কর।

[সোরাবের তরবারির আঘাতে আফ্রিদের তরবারি ভূপতিত হইল ও পরে সোরাবের তরবারির আঘাতে আফ্রিদের উষ্ণীষ পড়িয়া গেল ও সম্বদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত হইল।]

সোরাব। একি! তুমি ত বালিকা! কে তুমি সুন্দরী!

[হাত ধরিলেন]

আফ্রিদ। আমি দুর্গাধিপতির কন্যা।

সোরাব। তাইত বলছিলাম না! যে এ মুখখানি চুমো খাবার।

আফ্রিদ। হাত ছাড়ুন।

সোরাব। তাও কি হয় সুন্দরী! যুদ্ধ ক'র্ত্তে এসে বন্দী হয়েছো। এখন কি ছাড়ুন বল্লেই ছাড়বো? ধর্ম্মে সইবে কেন? তাইত! আমি ভাবছিলাম যে এ চাঁদ মুখখানি কি পুরুষের সাজে?

আফ্রিদ। কি বল্‌ছেন? লোকে আপনার চরিত্র লঘু মনে কর্ব্বে।

সোরাব। তা করুক।—দেখ বীরবালা! আমি কোন অশোভন প্রস্তাব কর্চ্ছি না। আমি তোমায় বিবাহ ক'র্ব্ব।

আফ্রিদ। শুনুন আমি এক প্রস্তাব করি! আমি আপনাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত। কিন্তু আমার পিতার বিনা অনুমতিতে পারিনা। অদ্য বিদায় দিন। কল্য পিতার অনুমতি নিয়ে তার পরে দুর্গ সমর্পণ কর্ব্ব; তার পরে আপনাকে বিবাহ কর্ব্ব। আমার পিতা বৃদ্ধ। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।

সোরাব। উত্তম! যাও। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন! দেখ বীরবালা! আমি যেমন তোমায় বন্দী করেছি, তুমি আমায় সেইরূপ বন্দী করেছো!—ফিরে এসো।

আফ্রিদ। আসবো! সোরাব তোমায় আমি ভালবাসি।

সোরাব। আচ্ছা যাও।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

ও দুই প্রহরী কর্তৃক ধৃত ও বন্দীভাবে হুজীরের প্রবেশ]

হুজীর। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি আফ্রিদ! এত লঘু তোমার চিত্ত!—আচ্ছা প্রতিফল পাবে।

প্রহরী। চল কারাগারে।

হুজীর। চল। [নিষ্ক্রান্ত]

বৃষ্টি ধারার প্রবেশও নৃত্যগীত

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি।
যখন অসীম আকাশ ব্যোপে
পিঙ্গল আভা ওঠে সে কেঁপে,
গুরু গুরু গুরু গরজি গগণে
ঘেরে ঘন ঘোর বারিদ রাশি।
ঝর্ ঝর্ ঝর তর্ তর্ তর্
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া,—

পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে
শূন্য আকাশ দিয়া ;
আমরা. তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রূকুটি,
ঝঞ্ঝা পৃষ্ঠে চড়ে' যাই ছুটি';
যখন গগণ গরজে সঘন,
করতালি দিয়া আমরা হাসি।

[সোরাব হুমান ও বর্ম্মানের পুনঃ প্রবেশ]

সোরাব। কি হুমান্ সত্য ইহা ? দুর্গ অধিপতি
অসম্মত বিনা যুদ্ধ দুর্গ সমর্পণে ?

হুমান। সেইরূপ শুনিতেছি।

বর্ম্মান। আসিয়াছে দূত
লইয়া সে বার্ত্তা বীর !

সোরাব। নিয়ে এসো দূতে।

[আফ্‌রিদের দুর্গের উপরে প্রবেশ]

আফ্‌রিদ। তুরাণের বীরবর ! দুর্গ অধিপতি
পিতা মম অসম্মত দুর্গ সমর্পণে ;
যুদ্ধে পারো, জয় কর দুর্গ, বীরোত্তম !

সোরাব। তবে এ তোমার ছল সুন্দরী ?

আফ্‌রিদ। ছলনা !
করিতে নারীর জন্ম জানোনা কি বীর ?
তাহার কবরী বাঁধা হইতে তাহার
চরণে শিঞ্জিনী পরা—সকলই ছলনা।
পুরুষ ভুলাতে জন্ম তা'র, তাই সদা
ধার করা অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, সৌরভে,

~~আবরণ করিয়া রেখেছে আপনারে।~~
রমণীর হৃদয়ের কতটুকু জানে
নির্ব্বোধ পুরুষ জাতি ? ~~এ সংসার— মায়া।~~
~~সব চেয়ে মোহময়ী মায়া মায়াবিনী~~
~~রমণী,— অনিত্ত বীর।~~

সোরাব। সত্য কি সুন্দরী !
বিনা যুদ্ধে ছাড়িবেনা দুর্গ ?

আফরিদ্। কদাপি না।
কেন যুদ্ধ ? ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর !
স্বদেশ সম্ভোগ কর। শক্তিমদভরে
কেন চাহো অপরের বস্তু অধিকার ?

[নিষ্ক্রান্ত।

সোরাব। উত্তম সুন্দরী ! তবে এই সন্ধ্যাকাল
হইবে রক্তিমতর শত্রুরক্তপাতে।
হুমান বর্ম্মান ! আজ্ঞা কর সৈন্যগণে,
দুর্গের প্রাকার বেয়ে উঠুক, ভাঙ্গুক
প্রাকার, করুক চূর্ণ এ দুর্গশিখর।

হুমান। তাহাই হইবে।

সোরাব। আক্রমণ কর—
কর দুর্গ ধূলিসাৎ বর্ম্মান।

বর্ম্মান। উত্তম !

[হুমান ও বর্ম্মান নিষ্ক্রান্ত ও বন্দীভাবে
হুজীরের প্রবেশ।]

সোরাব। কি হুজীর !

হুজীর। বীরবর! দিয়াছ আদেশ
সৈন্যে আরোহিতে দুর্গপ্রাকার বাহিয়া ?

সোরাব। দিয়াছি।

হুজীব। হইবে তাহে বহু সৈন্যক্ষয়।

সোরাব। হোক। কোন ক্ষতি নাই;

হুজীর। আছে বীরবর!
তদপেক্ষা সদুপায়।

সোরাব। কি উপায় ?

হুজীর। আছে
এ দুর্গের অরক্ষিত এক জীর্ণস্থান ;
তাহা শীঘ্র ভগ্ন করা সুসাধ্য, সহজ;
আমি জানি তাহার সন্ধান।

সোরাব। তুমি জান!

হুজীর। আমি জানি

সোরাব। অত্যুত্তম। এসো, শীঘ্র বীর
এসো সঙ্গে, দেখাও সে জীর্ণ স্থান তবে।

নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান— ঐ দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।

তুরীধ্বনি। কয়েক সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল।

[আফ্‌রিদের প্রবেশ।]

আফরিদ্‌। সৈন্যগণ! যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে! আমার বৃদ্ধ পিতা

স্বয়ং দুর্গ প্রকারের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ কর্চ্ছেন। তোমরা এ দুর্গ রক্ষা কর্ব্বে?

সৈনিকগণ। প্রাণ দিব ত দুর্গ দিবনা।

আফরিদ্। এইত' কথার মত কথা। যুদ্ধ কর! যুদ্ধ কর!

[সৈনিকগণের প্রস্থান]

আফরিদ। অদ্ভুত বীরত্ব!—বীর! সোরাব তোমার!
তব শৌর্য্যে মুগ্ধ আমি। সত্যই তোমায়
করিয়াছি আত্মসমর্পণ!—কি মধুর
স্নিগ্ধ দৃষ্টি! কি ভঙ্গিমা, কি আত্মনির্ভর।
কি উদার অনুকম্পা। সোরাব!—না, তবু—
তবু শত্রু তুমি; আমার এ অনুরাগ
করিব দমন। নারী আমি, হৃদয়ের
প্রেমপ্রস্রবণ রুদ্ধ করিব এখন,
লৌহের অর্গলে।—যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই।
[সসব্যস্তে একজন সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হয়েছে!

আফরিদ্। কি?

সৈনিক। দুর্গাধিপতি সোরাবের শরবিদ্ধ হ'য়ে প্রাকার-শিখর হ'তে নীচে পড়ে গিয়েছেন।

আফরিদ্। কি! পিতা?

সৈনিক। তাঁর বাঁচবার আর আশা নেই। আপনি শীঘ্র যান।

[আফ্রিদের প্রস্থান ও সসব্যস্তে সৈনিকের প্রবেশ।]

সৈনিক। আর রক্ষা নাই।

প্রথম সৈনিক। কি হ'য়েছে ?

সৈনিক। শত্রু দুর্গে প্রবেশ করেছে।

প্রথম সৈনিক। কি রকমে ?

সৈনিক। দুর্গের জীর্ণস্থান ভগ্ন ক'রে।

প্রথম সৈনিক। সে দিক দিয়ে ত' কখন কোন শত্রু আক্রমণ করে নাই। সন্ধান জান্‌লে কেমন করে' ?

সৈনিক। বোধ হয় সৈন্যাধ্যক্ষ বন্দী হুজীরের এই কাজ।

[সৈন্যগণ সহ আফ্‌রিদের পুনঃ প্রবেশ]

আফরিদ্‌। সৈন্যগণ! আমার পিতা মৃত। হুজীর দুর্গের এই জীর্ণ স্থানের সন্ধান শত্রুকে বলে' দিয়েছে।

সৈনিকগণ। তবে উপায় ?

আফরিদ। আর উপায় নাই, চল আমরা গুপ্তদ্বার দিয়ে পলায়ন করি। ধরা দেবনা। আর আজ মর্ব্বোও না। এর প্রতিহিংসা চাই। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা পালাই।—[illegible]

[প্রস্থান]

[সৈনিকগণ তাহার অনুসরণ করিল; ক্ষণকাল পরে সোরাব, বর্ম্মাণ, হুমান ও সৈনিকগণের প্রবেশ]

সোরাব। শূন্য দুর্গ!

বর্ম্মান। পলায়িত গুপ্তদ্বার দিয়া
অবশিষ্ট সৈন্য, বীর!

সোরাব। দুঃখ নাহি তাহে;
করিয়াছি দুর্গ জয়।—কিন্তু বীরবালা

পলাইল চক্ষে ধুলি দিয়া! তবে আর
কি ফল এ দুর্গলাভে! চল, ফিরে যাই।

বর্ম্মাণ। সে কি বীর!—ফিরে যাব একটা মহৎ
বিজয়ের নির্ম্মেঘ প্রভাতে? মহিমার
রশ্মি এক চুম্বিয়াছে—এ দুর্গশিখর;
তার পরিপূর্ণ জ্যোতি ওই দেখা যায়!
তারে ছেড়ে ফিরে যাব?

হুমান। সেকি বীরবর!
বাহিরিয়া এই মহা সংগ্রামে, এখন
কিরূপে ফিরিয়া যাবে? শত্রু হাসিবে না?
কহিবেনা—"দেখি এক পারস্য নারীর
শৌর্য্য অর্দ্ধপথে, ভয়ে ফিরিল সোরাব"?
কেহবা বিদ্রূপ করি' কহিবে "বালক
ফিরিল মায়ের স্তন্য পান করিবারে।"
অসম্ভব ফিরে যাওয়া।

সোরাব। সত্য কহিয়াছ,
তবে আমি বড় ভালবাসিয়াছিলাম
এ বীরবালায়, বন্ধু।

হুমান। যুদ্ধ শেষ কর,
বীর! তারে ফিরে পাবে মুষ্টির ভিতরে।

বর্ম্মাণ। গিয়াছে সে পারস্যের রাজার আশ্রয়ে;
কর তব বাহুবলে পারস্য বিজয়।
আবার তাহারে বন্দী করিবে নিশ্চয়।

সোরাব। সত্য কথা! অগ্রসর হও বীরগণ।

ধাও, অগ্রসর হও, কর আক্রমণ,
উঠুক তুরীর ধ্বনি ; শুনুক সে স্বনে
পারস্যের রাজা বসি' রাজ সিংহাসনে।

সৈনিকগণের গীত।

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে, উড়ুক পতাকা মৃত্যু আঁকা।
নাচুক তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া 'বিজয়' নরের রক্তমাখা।
যাক্ ঘুরে যাক্ বিধির নিয়ম, আজ আছে নারী কাল আছে যম ;
বাজিস্ যে ভেরী ঝম ঝম ঝম শুধু সে রোদন ঢাকিয়া রাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা।
না উঠিলে সনে কারো হাহাকার, সুখটা পূর্ণ হয় নাকো আর ;—
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার—এখন সে কথা থাকুক ঢাকা;
জীবন মরিবে, মরণ বাঁচিবে, নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্ সনন্, সনন্ ঘুরুক চাকা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—গভীর অরণ্য। কাল সন্ধ্যা।
আফ্রিদ একাকিনী।

আফ্রিদ। কি গভীর অরণ্যানী ! নিস্তব্ধ নির্জ্জন !
শুদ্ধ কভু উঠে দূরে সিংহের নিনাদ ;
শুদ্ধ দূরে শোনা যায় সলিলপ্রপাত।

ঘনপল্লবিত তরুরাজী পরস্পরে
বাঁধিয়াছে দীর্ঘ শাখাবাহু প্রসারিয়া,
কি এক আতঙ্কে যেন ; নিঃশব্দ বিস্ময়ে
চাহিয়া দেখে সে যেন ছায়া আপনার।
ভ্রমে বনে বন্য পশু। দীর্ঘ অজগর
চলেছে পর্ব্বতপ্রান্তে মন্থর গমনে।
কোথা আসিলাম আমি অসহায়া নারী !
কোথায় আমার পিতা, কোথা উচ্চচূড়
দৃঢ়ভিত্তি সেই দুর্গ,—শৈশবের দোলা,
যৌবনের স্নেহ কুঞ্জ !—কোথায় স্বজন !
অবশিষ্ট মাত্র পঞ্চ সৈনিক আমার
পথশ্রান্ত, ঘুমাইছে দূর বৃক্ষতলে।
চিন্তাশূন্য সখীবৃন্দ—ওই নদীতটে,
করে হাস্য গল্প ক্রীড়া, জানিনা কি সুখে !—
যেন কিছু ঘটে নাই ! আশ্চর্য্য !—জানিনা
কি নিয়মে, বিধাতার কোন্ বিধিবলে,
এ দুঃখও সহে' যায় ; এ ক্ষতও সারে।
আমার ত সারে নাই। আজিও অন্তরে
পিতৃবধ শেলসম বাজে বক্ষঃস্থলে,
পূর্ব্ববৎ। প্রতিহিংসা জাগে এ হৃদয়ে,

আগেকার মত। আর—বলিব কি-আর,—
সঙ্গে সঙ্গে সোরাবের কম্র মুখখানি,
সে স্নেহগদ্গদ ভাষ, নিত্য মনে আসে।
আর চক্ষু দুটি মম জলে ভেসে যায়।

গীত।

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে।
আমার হবার সেত কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভাল বাসে।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাঁধ,
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে।

[সখীগণের প্রবেশ।]

প্রথম সখী। কি ভাবিছ একাকিনী বসি' তরুতলে?
আফি দ। ভাবিতেছি,—ভাবিতেছি কোথায় যাইব।
দ্বিতীয় সখী। শুনিয়াছি "যমালয়" নামে স্থান আছে—
অতীব সুখের স্থান।

আফ্রিদ। রাখো পরিহাস।

তৃতীয় সখী। নিরন্তর চিন্তাকুল অন্তরে যাহার
জ্বলিছে দাবাগ্নি সখি—বল দেখি, তার
পরিহাস ভালো লাগে!

দ্বিতীয় সখী। চাপা দিতে চাই
পরিহাস দিয়া সখি সে তীব্র অনল,

আফ্রিদ। পর্ব্বত চাপায়ে দাও তাহার উপরে,
ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।

চতুর্থ সখী। চিন্তা কর দূর।
প্রভাত হইবে রাত্রি, মেঘ কেটে যাবে।

আফ্রিদ। যতদিন পিতার বধের প্রতিশোধ
না লইতে পারি, আর বিশ্বাস ঘাতক
ভুল্লীরে [illegible] দণ্ডে শাস্তি দিতে নাহি পারি,
জ্বলিব জ্বলিব আমি।

পঞ্চম সখী। কহ সত্য কথা—
ভালো নাহি বাস তুমি সোরাবে আফ্রিদ?

আফ্রিদ। বাসি। ভালো বাসি আমি সেই বীরবরে!
গোপন করিতে নাহি চাই।—ভালোবাসি।
এ প্রাণ ঢালিয়া দিতে তাহার চরণে
পারিতাম অনায়াসে, যদি সেই বীর

না হইত আমার দেশের শত্রু সখী।
যে মম দেশের বৈরী, সে বৈরী আমার,—
হোক সে আমার পিতা, ভ্রাতা কিম্বা পতি।
উৎপাটন করিয়া ফেলিব অক্ষি দুটি
যদি সে বলে "না, নহে সে বৈরী আমার।"
ছিঁড়ে ফেলে দিব এই হৃৎপিণ্ড, সে যদি
ইঙ্গিতে ধরিতে চাহে তারে আলিঙ্গনে।
আর যে দেশের মিত্র আমার, হোক্ সে
আমার পরম শত্রু, সে মিত্র আমার—
হোক্ সে বিজাতি, যদি সত্য ভালোবাসে
সে আমার দেশ, আমি সাগ্রহে তাহারে,
লইব আমার বক্ষে আলিঙ্গন করি'!
সোরাব? তাহারে চাহি ভৈরব সিন্ধুর
ভীম উচ্ছ্বাসের মত উঠি,' ভগ্ন করি'
তাহারে করিতে গ্রাস; বক্ষে চেপে ধরে'
বন্য ভল্লুকীর মত আমি চাহি তা'র
করিতে নিঃশ্বাসরোধ; অসূয়ার মত
বিদগ্ধ করিতে চাই তপ্ত ভর্ৎসনায়।

তুচর্যসখী। আর এ হুজীর?—সে তোমারে ভালো বাসে?

আফিদ। ভালবাসে? এরে তুমি কহ ভালবাসা।
খাল কাটি' কুম্ভীর যে আনে' তপোবনে ;
কাল সর্প আনি' রাখে উপাধানতলে ;
পশ্চাৎ হইতে আসি' ফাঁসি দেয় গলে ;
—সে আমারে ভালবাসে !

প্রফুল্ল। অসূয়া সে সখি !

আফ্রিদ। হোক। কিন্তু ভালবাসা নহে সে কদাপি।
~~ভালবাসা, অসূয়ার যোজন অন্তর।~~
ভালবাসা প্রাণ দেয় তা'র তরে, যারে
অসূয়া হনন করে।—এই ভালবাসা ?
তাই যদি হয় তবু যেইজন, সখি,
আতিথ্য গ্রহণ করি' পরে সে গরল
সে অন্নেদাতার অন্ন মিশাইয়া রাখে,
তা'র ভালবাসা সখি ঘৃণাকরি আমি ;
পদাঘাত করি তাহে। বিশ্বাস ঘাতক—
তার চেয়ে হেয় পাপী নাহি এ জগতে।
চল ~~সবে~~ সখীবৃন্দ, যাইতে ইরাণে
~~সকলে~~ প্রস্তুত হও। লব প্রতিশোধ।

(প্রস্থান)

সখীবৃন্দের গীত।

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নামিব রঙ্গে রণ তরঙ্গে, এই খানে শেষ নহে রণ।
একটি যুদ্ধে নয় এর শেষ, এক পরাজয়ে যায় নাক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন ;
বর্ম্মে সাজাব এই বরতনু, এ কোমল করে লব শরধনু,
বিজলির মত যাব ঝলসিয়া জ্বলিয়া, ধাঁধিয়া দু নয়ন ;
করিব দুর্গ পুনঃ অবরোধ, লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ,
শুনহে তুরাণ শুনহে ইরাণরমণীর এই দৃঢ় পণ ;
উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ, গাও তবে আজ গাও এই গান ;
যত দিন মান ততদিন প্রাণ—নহিলে কি ছার এ জীবন।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রুস্তমের গৃহকক্ষ।

কাল—রাত্রি।

রুস্তম বসিয়া সুরাপান করিতেছিলেন।

সম্মুখে নৃত্য-গীত হইতেছিল।

গীত।

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব' আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন ছেয়ে দেব' গানে গানে॥
আকাশ থেকে শুন্‌বে তারা, মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হ'য়ে যাবে আপন হারা বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠবে নেচে, আপনি মরণ উঠবে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে সুখের গীতি সুধাপানে।

[প্রস্থান।

রুস্তম। এ প্রাণ ডুবে আছে, ভোর হ'য়ে আছে! কিছু মনে নাই। আমি কে?—হাঁ আমি রুস্তম। আমি পারস্যের বীর। তারপর—আচ্ছা! আমি তুরাণের রাজার কন্যা তহ্মি-নাকে বিবাহ করেছিলাম না? হাঁ। করেছিলামই ত। একটা যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। তারপরে স্বপ্ন ভেঙ্গে

গেল। একটা যুদ্ধে এলাম। তারপরে সব ভুলে গেলাম। না? এই রকম ত স্মরণ হচ্ছে।—কে?

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। আমি পারস্যরাজার দূত।

রুস্তম। কি চাও?

দূত। মহারাজ মহাশয়কে স্মরণ করেছেন।

রুস্তম। কেন?

দূত। তা আমি জানি না।

রুস্তম। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি।—এই আবার গাও! না ঘুমাইগে।

[নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পারস্য ভূপতি কৈকায়ুশের রাজসভা।
কৈকায়ুশের সভাসদবর্গ।

রাজা কৈকায়ুশ সিংহাসনারূঢ়।
পার্শ্বে মন্ত্রী, সেনাপতি তুশ, সৈন্যাধ্যক্ষ
সদাজি ও গুরাজ দণ্ডায়মান।

কৈকায়ুশ। তাইত! এ কথা শক্ত!

তুস। সমস্যা কঠিন।

সদাজি। বিংশতি বর্ষীয় শিশু—

গুরাজ। গুম্ফদাড়ি হীন—

তুশ। সকলেই একবাক্যে করিছে স্বীকার—
ভুবনে এমন বীর জন্মায়নি আর।

সদা। তার এক। সমকক্ষ রুস্তম নিশ্চয়।

গুরাজ। হয় কি না হয়, তাও, হয় কি না হয়।

কৈকা। কোথায় রুস্তম মন্ত্রী?

মন্ত্রী। দেখা নাই তাঁর।

কৈকা। পারস্য রাজার সঙ্গে এই ব্যবহার!
চারি দিন পাঠায়েছি তাহারে সম্বাদ—

মন্ত্রী। মহা অপরাধ! তাঁর মহা অপরাধ।

মহিষীর প্রবেশ।

মহিষী। মহারাজ! শুনিতেছি অদ্ভুত সংবাদ—
বিংশতিবর্ষীয় এক শিশু সুকুমার
আসিছে করিতে না কি পারস্য বিজয়;
আর শুনিতেছি,—শুনি' এই সমাচার,
আতঙ্কবিহ্বল আজি পারস্য ভূপতি;
—ভীত, ত্রস্ত, বিকম্পিত, পবন উচ্ছ্বাসে
শস্যশীর্ষসম?—এ কি সত্য, মহারাজ!

কৈকায়ুশ। সোরাব আসিছে সত্য রাণী; কিন্তু আমি
ভীত নহি।

মহিষী। তবে—তবে—এখনও নিশ্চল,
পঙ্গুসম বসি' কেন রাজসিংহাসনে?
—যুদ্ধে অগ্রসর হও।

কৈকায়ুশ। দিয়াছি সম্বাদ
রুস্তমে মহিষী।

মহিষী। কবে?

কৈকায়ুশ। চারিদিন গত।

মহিষী। কোথা সে রুস্তম? কই দেখিতেছি না ত,
সভাস্থলে!

কৈকায়ুশ। উপনীত হয় নাই বীর
সভায় অদ্যাপি!

মহিষী। অতি উত্তম! বসিয়া
র'বে কি আমৃত্যু তবে তা'র প্রতীক্ষায়?
চিরদিন তা'র অনুগ্রহ ভিক্ষা করি';
রহিবে কি সিংহাসনে তা'র আজ্ঞাবহ?
যে বীর অবজ্ঞাভরে তোমার আজ্ঞায়
তুচ্ছ করে, নিত্য তা'র করুণাকণার
ভিখারী সতত তুমি, পারস্যসম্রাট্!
মহারাজ! পূর্ব্বে তুমি প্রতাড়িত যবে,
নির্ব্বাসিত নিজরাজ্য হ'তে, কর নাই
প্রতিজ্ঞা কি—পুনরায় রাজ্য যদি পাও,
সাধিবে প্রজার প্রীতি? করিবে শাসন
অনুকম্পা-অভিষিক্ত ন্যায়মন্ত্র ধরি'?
কোথা গেল সে প্রতিজ্ঞা? তব অত্যাচার
পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অত্যাচারী আজ;
উঠায়েছে রাজ্যে মহা ক্রন্দনের রোল।
জানিও, প্রকৃতি নাহি সহে চিরদিন
তার মহা নিয়মের—হেন ব্যতিক্রম।
প্রজাদের অভিশাপ যাহা দিবারাতি

উর্দ্ধে উঠে, জেনো কভু ব্যর্থ তাহা নয়!
এ পাপপুঞ্জের ফল ভুঞ্জিবে নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

কৈকায়ুশ। সেনাপতি!—যাও তুমি, লইয়া শৃঙ্খল,
সভায় বাঁধিয়া আন উদ্ধত রুস্তমে।

[রুস্তমের প্রবেশ]

সকলে। এই যে রুস্তম বীর!—এই যে রুস্তম!
কৈকায়ুশ। রুস্তম তোমায়, চারিদিন পূর্ব্বে আমি
করেছি আহ্বান, এই সভায় আমার।
বুঝি এতদিন তব হয়নি সময়?
রুস্তম। হয়নি সময়, সত্য, পারস্য সম্রাট্!
কৈকায়ুশ। হয়নি সময়? বটে আস্পর্দ্ধা তোমার।
রুস্তম। আস্পর্দ্ধা আমার রাজা?
কৈকায়ুশ। রুস্তম ইহার
কৈফিয়ৎ চাই!
রুস্তম। কৈফিয়ৎ কৈকায়ুশ?
আমি দিব কৈফিয়ৎ তোমাকে?
কৈকায়ুশ। কৈফিয়ৎ
দিবেনা? (গুরাজ)! বাঁধো।—রুস্তম! তোমার
শাস্তি শূল। শোন, এই বিধান আমার।
রুস্তম। পারস্যাধিপতি! আমি রুস্তম! জানো কি
আমার প্রসাদে তুমি ওই সিংহাসনে?
তোমাকে এ বামপদঅঙ্গুষ্ঠে ঠেলিয়া

পারিতাম না কি আমি এই সিংহাসনে
বসিতে আপনি—যদি রাজ্য চাহিতাম ?
ভুলেছো কি বারম্বার বিপদে তোমারে
রক্ষা করিয়াছে এই বাহুবল ?—নীচ
অকৃতজ্ঞ ! তুমি শাস্তি করিছ বিধান
রুস্তমের ?—ভাল। দেখি আপন বিক্রমে
রক্ষা কর সিংহাসন। কত বড় বীর
দেখি তুমি।—দেখি। আমি চলিলাম। এই
অগণ্য তাতার সৈন্য দিউক ছড়ায়ে
দেশময় হাহাকার, মড়ক, বিপ্লব।
রক্ষা কর দেখি।—আমি করি পদাঘাত
তোমার এ আস্ফালনে, করি পদাঘাত
তোমাকে।—তোমার সাধ্য যাহা, কর দেখি।

[প্রস্থান]

সদাজি। এ কি করিলেন মহারাজ !

কৈকায়ূশ। "মহারাজ!"

আমি মহারাজ ! আমি দিলাম আদেশ
বাঁধিতে রুস্তমে ! কারো সাধ্য হইল না ?
চলে' গেল পদাঘাত করে' !

তুশ। মহারাজ !

ভুলিলেন আপনারে ? প্রকাশ্য সভায়
করিলেন অপমান এই বীরবরে ?

[সসৈনিক ও সসহচরী আফ্রিদের প্রবেশ]

আফ্রিদ। পারস্য রাজার জয় হোক !

কৈকায়ূশ। কে? কে তুমি?

আফ্রিদ। গুস্তাহাম কন্যা আমি, ~~পারস্যাধিপতি~~।
আফ্রিদ আমার নাম!

কৈকায়ূশ। এখানে কি হেতু?

আফ্রিদ। সোরাব—বালক বীর—করিয়াছে বধ
আমার পিতায়; আর করিয়াছে তাঁর
দুর্গ অধিকার—করিতেছে আয়োজন
করিতে পারস্যরাজ্য আক্রমণ। আমি
আসিয়াছি সে সম্বাদ দিতে রাজপদে।

কৈকায়ূশ। ইরাণপ্রবেশদুর্গ শত্রুকরগত?
সত্য কথা?

আফ্রিদ। সত্য কথা মহারাজ; আর—
নিহত দুর্গাধিপতি—জনক আমার।
প্রস্তুত হউন তবে। সসৈন্যে করিব
আক্রমণ আমরাই এ বীর বালকে;
করিব সসৈন্যে দুর্গ পুন অধিকার।

কৈকায়ূশ। উপায়?

~~গুরাজ~~। ফিরান বীর রুস্তমে ভূপতি,
অনুনয় করি'।

তুস। বিনা রুস্তম, ইরাণ
ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে!

কৈকায়ূশ। কিন্তু অপমান
এই!

[illegible] এ সময় নহে তাহা ভাবিবার।
অনুনয়ে ফিরান রুস্তমে।

কৈকায়ূশ। অনুনয়ে?

তুস। বহু অনুনয় করি', নহিলে রুস্তম
অভিমানী, ফিরিবে না।

কৈকায়ূশ। তাই হোক তবে;
যাও মন্ত্রী, বল আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি।
[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পূর্ব্বোক্ত দুর্গ শিখর। কাল—প্রভাত।
শিখরোপরি সোরাব ও হুজীর দাঁড়াইয়া।

সোরাব। দেখিছ হুজীর ওই শত্রুর শিবির?

হুজীর। দেখিতেছি!

সোরাব। চিনিতেছ?

হুজীর। চিনিতেছি বীর।
ঐ যে মণ্ডপ, উড়ে যাহার উপরে
সূর্য্যবিমণ্ডিত ধ্বজা, প্রবেশের দ্বারে
বিলম্বিত শত মণিখচিত কৌষেয়,
আরোহি' রজত রজ্জু, চুম্বিছে ধরণী
দুধারে? দেখিছ মধ্যে রত্ন সিংহাসন—
চৌদিকে করিছে কীর্ণ নীলাভ কিরণ;

বিপক্ষবাহিনীকেন্দ্রে ঐ যে শিবির,
চারিধারে বাঁধা শত মাতঙ্গ যাহার
শুণ্ড দোলাইছে; উহা পারস্যভূপতি
কৈকায়ূশমণ্ডপ সোরাব!

সোরাব। আর ওই—
চারিধারে ভ্রমে শত সহস্র প্রহরী
অশ্বারূঢ়, স্ফীতবক্ষ, স্বর্ণ বর্ম্মাবৃত;
যেন সমরের জন্য উদ্যত নিয়ত।
কাহার শিবির ওই?—চিনিতেছ বীর?

হুজীর। পারস্যের সেনাপতি তুশের শিবির।

সোরাব। আর ওই রক্তবর্ণ শিবির কাহার?

হুজীর। লোহিত শিবির ওই, সম্মুখে যাহার
দাঁড়াইয়া অগণিত তীক্ষ্ণ ভল্লধারী;
দীর্ঘাকার, রক্তনেত্র, করিছে ভ্রুকুটি,
যাহাদের বক্ষস্ত্রাণ প্রভাত কিরণে
ঝলছিসে;—সদাজীর শিবির সোরাব!
এ বীরের জীবনের অন্য ব্রত নাই,
শুধু যুদ্ধ জানে, যুদ্ধে জানেনা বিরাম;
তার দৃষ্টি রণস্থলে অগ্নিবৃষ্টি করে!

সোরাব। বুঝেছি হুজীর। আর ঐ যে শিবির?

হুজীর। পীতবর্ণ?

সোরাব। না হুজীর! শ্যামবর্ণ, ওই
শাল্মলী বৃক্ষের প্রান্তে, শ্যামল শিবির,—
মুক্ত চারিধারে, বসি' ভিতরে যাহার

অমাত্যবেষ্টিত বীর দেখিতেছ ওই,
দীর্ঘবপু, গৌরকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি, স্থির।
কাহার শিবির ওই?—যাহার শিখরে
উড়িছে গরুড়াঙ্কিত নিশান; যাহার
সম্মুখে সমুচ্চ শ্বেত বলিষ্ঠ বৃহৎ
ওই যে অদ্ভুত অশ্ব, অধীর উদ্ধত
করে হ্রেষাধ্বনি;—উহা কাহার শিবির?

হুজীর। এক চীনবীর; নাম জানি না তাঁহার।—
—আর যে দেখিছ ওই পীতাভ শিবির
সমুন্নত মরকতখচিত; যাহার
উপরে কাঁপিছে ব্যাঘ্রঅঙ্কিত পতাকা;
অগণিত ক্রীতদাস আছে দাঁড়াইয়া,
উহা—সদাজীর পুত্র জীবুর শিবির।

সোরাব। না না উনি চীনবীর নহেন কদাপি!

হুজীর। সুশুভ্র শিবির ওই, কৌষেয় যাহার
কাঁপিছে বাতাসে; উহা পারস্য রাজার
বীরপুত্র, ফ্রাবর্জের শিবির সুমতি।

সোরাব। না হুজীর! ঐ শ্যাম শিবিরের ঐ
গৌরকান্তি বীর; বল কি নাম উঁহার!
সত্য বল; বিনিময়ে দিব মুক্ত করি'
তোমারে হুজীর।

হুজীর। নাম জানি না উহার।
জানিলে কি হেতু তাহা করিব গোপন?

সোরাব। নহেন কি উনি বীর রুস্তম?

হুজীর। না, বীর।

সোরাব। তবে বীর রুস্তমের শিবির কোথায়?

হুজীর। দেখিতেছি না ত।

সোরাব। বল সত্য, ঐ বীর
রুস্তম কি নয়?

হুজীর। জানি রুস্তমে সোরাব!
আসেননি তিনি যুদ্ধে।

সোরাব। সত্য কহিতেছ?
দেখ, সত্য বল—দিব দাস্যমুক্ত করি';
দিব সুপ্রচুর স্বর্ণ, যাহা চাহো দিব!
শুদ্ধ সত্য কহ,—চিন তুমি রুস্তমে?

হুজীর। সোরাব
রুস্তমে কে নাহি চিনে পারস্য ভিতরে!
তিনি যান যথা, যায় তার পূর্ব্বে তাঁর
খ্যাতি সেই স্থানে। তিনি দাঁড়ান যখন
ভিতরে সবার, যেন সদর্পে দাঁড়ায়
উপলখণ্ডের মধ্যে পর্ব্বতের চূড়া।
গহনের সিংহ ব্যাঘ্র চিনে তাঁরে, বীর!
আর আমি চিনি না তাঁহায়! সত্য কথা
আসেন নি তিনি এ সমরে।

সোরাব। আচ্ছা দেখি। [প্রস্থান]

হুজীর। ঐ বীর রুস্তমের শিবির, সোরাব।
আমি তাহা করিব না প্রকাশ তোমারে।
পিতা পুত্রে পরিচয় হইবে না কভু।

আমি চাই।—বধ করে রুস্তম তোমায়;
আর তব রুধিরাক্ত বাহুদুটি দিয়া
আমি তবে আহ্লাদে করিব আলিঙ্গন।

[হুমান ও বর্ম্মানের সহিত সোরাবের পুনঃ প্রবেশ।]

সোরাব। দেখিছ হুমান ওই শ্যামল শিবির।
কাহার শিবির জানো?

হুমান। [বর্ম্মানের প্রতি চাহিয়া] না, জানি না বীর।

সোরাব। বর্ম্মান!

বর্ম্মান। আমিও বীর জানিনা তাহারে।

সোরাব। ও নহে রুস্তম! দেখো।

বর্ম্মান। না বীরেন্দ্র। উনি
নহেন রুস্তম!

সোরাব। দেখো, হুমান! বর্ম্মান!
রুস্তম আমার পিতা। বিরুদ্ধে তাঁহার
যুদ্ধ করিব না। পুত্র পিতার বিপক্ষে
অজ্ঞাতসারেও খড়্গ না উঠায় যেন।
বল বীর! সত্য বল অনুকম্পা করি',
ও ব্যক্তি রুস্তম কি না।

বর্ম্মান। না কুমার! সত্য
কহিতেছি! অপলাপ করিব কি হেতু!

[সোরাব ক্ষণেক শিবিরের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে প্রস্থান করিলেন]।

বর্ম্মান। প্রকাশ না পায় যেন কদাপি হুমান্।

হুমান। কদাপি না! সোরাব কি জানিয়া শুনিয়া
করিবেন পিতৃহত্যা?

বর্ম্মান। দেখো, সাবধান।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

হুজীর। ইহারা প্রত্যাশা করে করিবে সোরাব
বীরেন্দ্র রুস্তমে বধ। তাই যদি হয়,
কি ক্ষতি! সোরাব করি' পিতৃহত্যা, তবে
করিবেই আত্মহত্যা, হইলে প্রকাশ
সত্য কথা! যে দিকেই হউক না বধ,
প্রতিহিংসা পরিপূর্ণ হইবে আমার।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ অন্তঃপুরকক্ষশিখর।

কাল—সায়াহ্ন।

তামিনা একাকিনী গাহিতেছিলেন।

গীত।

আমি র'ব চিরদিন তব পথ চাহি',
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই।
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি নাক, আর কোন সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই;
আমি তবু তব লাগি', নিশি নিশি রব জাগি',
এমনিই যুগ যুগ জনম জনম যাহি।

তামিনা। এত দিনেও বৎস সোরাবের কোন সম্বাদ পেলাম না কেন! কোন বিপদ হয়নিত'! না—রুস্তম যা'র পিতা তার আবার বিপদ কি! হারে মূঢ় মায়ের মন! সদা সর্ব্বদা সন্তানের বিপদের কথাই ভাব্‌ছে। সন্তানের সুখের সম্পদের উৎসবের মধ্যে তা'র বিপদের ছায়াটিই মায়ের মনে জাগছে।

[জুয়ারা ও রাজার প্রবেশ।]

রাজা। শুনেছো তামিনা!

তামিনা। কি বাবা?

রাজা। তোমার ছেলে একেবারে অবাক করেছে।

তামিনা। কি কি! এই যে ভাই জুয়ারা, সোরাব কোথায়?

রাজা। সোরাব ইরানের প্রবেশদুর্গ জয় করে' সে দুর্গ অধিকার করেছে।

তামিনা। ধন্য পুত্র।

রাজা। কিন্তু!

তামিনা। আবার কিন্তু কি?

রাজা। কিন্তু পারস্যের রাজা তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে সেই দুর্গ আক্রমণ ক'র্ত্তে আসছেন; আর রুস্তম পারস্য রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

তামিনা। পারস্য রাজার সঙ্গে!

রাজা। হাঁ পারস্য রাজার সঙ্গে।

তামিনা। পারস্য রাজার সঙ্গে? আপনি শুন্‌তে ভুলেছেন।

রাজা। কেন এর মধ্যে আশ্চর্য্যটা কি দেখলে মা! তিনি চিরকালই পারস্যরাজা কৈকা য়ুশের পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ করেছেন।

তামিনা। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে যে তাঁর পুত্র সোরাব।

রাজা। সোরাব যে তাঁর পুত্র তা তিনি কা'র কাছে শুনলেন; আর কবেই বা শুনলেন।

তামিনা। তা তিনি জানেন না!—সর্ব্বনাশ!

রাজা। কি সর্ব্বনাশ!

তামিনা। তাঁর সঙ্গে যদি সোরাবের যুদ্ধ হয়, আর তিনি না জানেন?

রাজা। সোরাব তাকে যুদ্ধে বন্দী কর্ব্বে, এই মাত্র।

তামিনা। পিতা আপনি কি বলছেন?

রাজা। সব সত্য কথা। [প্রস্থান।]

তামিনা। সে কি!—ভাই জুয়ারা! তুমি সোরাবকে এই রকম মৃত্যুর মুখে রেখে চলে' এসেছো!

জুয়ারা। আমি কি কর্ব্ব বোন্। রুস্তম পারস্য রাজার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন শুনে আমি সোরাবকে দুর্গ ছেড়ে চলে আস্‌তে বল্লাম, তা সোরাব শুন্‌লো না। সে বল্লে—যে সে তার পিতার সাক্ষাৎই চায়। নিরুপায় হয়ে আমি তোমাদের সম্বাদ দিতে এলাম।

তামিনা। রুস্তমকে গিয়ে জানালেনা কেন?

জুয়ারা। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া ভার—আর তার উপরে তিনি বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন! তিনি ত জানেন তাঁর পুত্র নাই।

তামিনা। তাই তুমি বাছাকে অসহায় রেখে চলে এসেছো!—ওঃ কি করেছো! কি করেছো।

জুয়ারা। আমি কি কর্ব্ব। [প্রস্থান]

তামিনা। একি! আমার মন সহসা এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলো

কেন! এর উপায়।—এর উপায়!

[সারিয়া ও হামিদার প্রবেশ]।

~~তামিনা~~। এর উপায় ~~হামিদা~~? সখি

সারিয়া। শুনেছি। এর উপায় এক ভগবান।

~~হামিদা। যা করেন ভগবান।~~

তামিনা। না- সখী- ~~না সারিয়া, না হামিদা~~। আমি বুঝতে পার্চ্ছি। ভগবান আমার জন্য একটা সর্ব্বনাশের সৃষ্টি কচ্ছেন। একটা ভাবী অমঙ্গলের ছায়া আমার প্রাণের আঙ্গিনায় এসে পড়েছে; একটা বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে পতিপুত্র আমার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চোখ রাঙাচ্ছে, কেউ কাউকে চিন্তে পাচ্ছে না! কেউ চিনিয়ে দিচ্ছে না! কেউ দিচ্ছে না! আমি যাই—আমি যাই!

[প্রস্থান]।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—উক্ত দুর্গের বাহিরে রুস্তমের শিবির।

কাল—সায়াহ্ন।

রুস্তম। শুনিতেছি সোরাবের বীরত্ব কাহিনী,
দেখিতেছি কীর্ত্তি তা'র,—আর ভাবিতেছি,
হয়ত' বা সে পুত্র আমার।—অসম্ভব;
আমার ত' পুত্র হয় নাই।—তবে কেন!
তবে কেন!—

কৈকায়ুশের প্রবেশ।

রুস্তম। মহারাজ! যুদ্ধের সম্বাদ?

কৈকায়ুশ। বীরবর! সোরাবের বিক্রমে আমার
সৈন্য যে নির্ম্মূলপ্রায়! তবু তুমি হেন
সমরে বিরত!

রুস্তম। ভাবিতেছি মহারাজ।
দেখিতেছি কৈকায়ুশ তোমার বিক্রম;
আপন মুকুট তব রক্ষা করিবার
দিতেছি তোমারে অবসর; চিন নাই
রুস্তমে সম্যক্—তা'র দিতেছি সময়।

কৈকায়ুশ। পারস্যের অহঙ্কার! ত্যজ অবসাদ;
অবতীর্ণ হও যুদ্ধে; প্রলয়ের মত
নিশ্বাসে উড়ায়ে দাও বিপক্ষবাহিনী।
ওঠো; ধর অস্ত্র তবে; রক্ষা কর আজি
পারস্যের সিংহাসন বীরবর!—যদি
হয়ে থাকি রূঢ় কভু মোহমদভরে,
ক্ষমা কর, মনে রেখো তুমিই আমার
সহায়, সম্পদ, আশা, ভরসা, সম্বল।

নেপথ্যে সোরাব। কই রাজা কৈকায়ুশ! ভীরুর মতন
বসে' আছ লুকাইয়া শিবির ভিতরে;
বাহির হইয়া এসো।—হেয় কাপুরুষ।

কৈকায়ুশ। শুনিছ সোরাব ওই করে উপহাস?
শিশু তা'রে করে ব্যঙ্গ আজি, বীরোত্তম

রুস্তম সহায় যার! নামো যুদ্ধে বীর
তোমার চরণ ধরি' করি এ মিনতি।

রুস্তম। কোন ভয় নাই, মহারাজ কৈকায়ুশ!
আমি যুদ্ধে নামিতেছি। আজ্ঞা দিই তবে
প্রস্তুত করিতে অশ্ব।—যাইতেছি আমি। [প্রস্থান]।

কৈকায়ুশ। জাগিয়াছে সুপ্তসিংহ। আর ভয় নাই।
—কে? আফ্রিদ?

[আফ্রিদের প্রবেশ।]

আফ্রিদ। আমি মহারাজ।

কৈকায়ুশ। বীরবালা!
ভয় নাই; সাজিছেন রুস্তম সমরে।

আফ্রিদ। পিতার বধের তরে হবে প্রতিশোধ।
লুটাইবে সোরাবের মস্তক ভূতলে,
এইবার।—কি উল্লাস!

কৈকায়ুশ। আশ্চর্য্য তোমার
জিঘাংসা!—রমণী তুমি!

আফ্রিদ। হাঁ রমণী আমি!
রমণী নদীর মত,—যবে প্রীতা নারী,
সুখদা সে—কলস্বরা, হাসে, নাচে গায়,
গাঢ় স্নেহরাশি দিয়ে তপ্ত তটতল
স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর করে; কিন্তু ক্রুদ্ধ যবে,
উত্তাল তরঙ্গে, ভীম হুঙ্কারি', দুধার
ভগ্ন, মগ্ন, উন্মুলিত ক'রে রেখে যায়।
যে মেঘ বর্ষণ করে স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা,

~~সেই মেঘই মহারাজ, উল্কারে বিদ্যুৎ।~~
রমণী সুন্দরী যবে কে তাহার মত
সুন্দর ? সে ভয়ঙ্করী যবে, কে তাহার
মত ভয়ঙ্কর ?—আমি পাইতাম যদি
সোরাবে এখন, তারে বাঘিনীর মত
ছিন্ন ভিন্ন করিতাম।—পরে, তা'র পরে,
হয়ত জড়ায়ে গলে তা'র, অশ্রুনীরে
আর্দ্র করিতাম তা'র বদন মণ্ডল ;
~~চুম্বনে চুম্বনে, তার ছাইয়া দিতাম~~
রুধিরাক্ত ছিন্ন শির।—শত্রু বটে তুমি,
সোরাব ; তথাপি চক্ষে বীরত্ব তোমার
দেখিতেছি, আর আজি মহাগর্ব্বভরে
চক্ষু জলে ভরে' আসে—সে গর্ব্ব এই যে
এ হেন সোরাব আমাকেই ভালবাসে।
—তথাপি করেছ হত্যা আমার পিতায়
তার প্রতিশোধ চাই—প্রতিহিংসা চাই। [প্রস্থান]।

কৈকায়ুশ। অতীব বিস্ময়কর। আশ্চর্য্য ব্যাপার। [প্রস্থান]।

নারীকুলের প্রবেশ ও গীত।

ওগো, আমরা ভুবন ভুলাতে আসি।
ওগো, আমরা কখন গৃহের লক্ষ্মী, কখন আমরা সর্ব্বনাশী।
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল, আধেক অমিয়া, আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু আধেক হাসি।
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট, মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত ;

আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ, কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ বালাই,
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই;
দাসীর মতন সেবা করি, এসে দেবীর মতন ভালবাসি॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—উক্ত দুর্গের বাহির সমরাঙ্গনের এক নিভৃত প্রান্ত।

কাল—সায়াহ্ন।

বীরবেশে রুস্তম ও সোরাব। দূরে সৈন্যগণ।

সোরাব। তুমি বীর। এতক্ষণ সম পরাক্রমে
অদ্যাবধি সোরাবের সঙ্গে কোন বীর
যুদ্ধ করে নাই।—বল হে অপরিচিত,
কে তুমি? তুমি কি বীর রুস্তম?

রুস্তম। রুস্তম
রুস্তমের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কর বটে,
বিংশ বৎসরের শিশু!

সোরাব। তুমি কি রুস্তম?
সত্য বল বীর।

রুস্তম। না আমি রুস্তম নহি।—
যুদ্ধ কর! যুদ্ধ কর আবার বালক!
মনে রেখো, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়াছি,
এ যুদ্ধের ফলাফল করিতে নির্ণয়
আমরা দুজনে আজি!

সোরাব। মনে আছে বীর!

যা'র পরাজয় হবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে, তা'র
পরাজয় এই যুদ্ধে।

রুস্তম। এসো যুদ্ধ কর ;
এখন বিশ্রান্ত আমি।

সোরাব। যুদ্ধ কর বীর !
যখন তোমার ইচ্ছা ; যখন বাসনা,
হইও বিরত। আমি অপেক্ষা করিব।
আমার বিশ্রামে কোন প্রয়োজন নাই।

[তরবারি লইয়া উভয়ের যুদ্ধ]

রুস্তম। ক্ষান্ত হও। দেখো—দিবা অবসান প্রায়,
অস্ত্রযুদ্ধে তুমি মম সমকক্ষ বীর।
—মল্ল যুদ্ধ কর !

সোরাব। উত্তম তাহাই কর।

[উভয়ে তরবারি পরিত্যাগ করিলেন।]

রুস্তম। মনে থাকে যেন বীর, যে পক্ষ ভূশায়ী,
সেইক্ষণে তাহারে বিজয়ী বধ করে ;—
পারস্যের মল্লযুদ্ধপ্রথা এই।

সোরাব। বেশ !
পারস্যের এইপ্রথা অনুসারে তবে,
হোক যুদ্ধ। তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি।
কিন্তু যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, বীরবর,
আরবার প্রশ্ন করি,—তুমি কি রুস্তম
নহ ? সত্য কহ। যদি তুমিই রুস্তম
করিবনা কদাপি তোমারে বধ।

রুস্তম। বটে !—

—স্পর্দ্ধা বটে। তুমি করিবেনা কৃপাভরে,
বিংশ বৎসরের বীর—অনুকম্পা ভরে,
করিবেনা রুস্তমে নিধন।—স্পর্দ্ধা বটে !

সোরাব। না বীর ! স্পর্দ্ধার কথা নহে ইহা।—জানো
রুস্তম আমার কে ?

রুস্তম। জানিতে চাহিনাক।
যুদ্ধ কর ; যুদ্ধ কর ; মনে থাকে যেন
ভূশায়িত যদি তুমি, ছুরিকা আঘাতে
তোমারে করিব বধ ; আর আমি যদি
ভূশায়িত, তুমি বধ করিবে আমারে।

সোরাব। উত্তম, তাহাই হোক।

রুস্তম। প্রস্তুত ?

সোরাব। প্রস্তুত।

উভয়ের মল্ল যুদ্ধ। রুস্তম ভূশায়িত হইলেন। সোরাব রুস্তমের বুকের উপর হাঁটু দিয়া ছুরিকা বাহির করিয়া উত্তোলন করিলেন।

সোরাব। তবে বধ করি বীর ?

রুস্তম। না, দ্বিতীয় বার
ভূশায়িত যদ্যপি, তাহারে বধ করা
নিয়ম ;—প্রথম বার নহে।

সোরাব। তাই হোক।
—ওঠো বীর।

[সোরাব রুস্তমকে ছাড়িয়া দিলেন ও রুস্তম উঠিলেন।]

সোরাব। এস আরবার।

রুস্তম। বীরবর—

আজি সমাগত সন্ধ্যা।—ক্ষান্ত হও আজ।

আবার প্রভাতে কল্য এই যুদ্ধ হবে।

সোরাব। উত্তম, শিবিরে যাও।

রুস্তম। এই স্থানে তবে ;—

কল্য প্রাতঃকালে।

সোরাব। কল্য প্রভাতে।—উত্তম।

[রুস্তম অবনত শিরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ সোরাব তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।]

সোরাব। কে এ? কেন এত স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়

এঁর প্রতি? দেখি তাঁর মলিন বদন,

পরাভবে নত আঁখি, কেন প্রাণ ছুটি'

কাঁদিয়া চরণতলে, পড়িয়া লুঠায়ে,

মার্জ্জনা মাগিতে চাহে?—এ কি প্রহেলিকা!

—এ জয়ে উল্লাস নাই। মহা অবসাদ

সমাচ্ছন্ন করে আজি হৃদয় আমার।

[হুমান ও বর্ম্মানের প্রবেশ।]

হুমান। কি করিলে?

বর্ম্মান। কি করিলে?

সোরাব। কেন বন্ধুবর?

হুমান। ছেড়ে দিলে পরাজয় করি'!

সোরাব। কি অন্যায়

করিয়াছি?

বর্ম্মান। বধ করিলে না? পদতলে
দলি' শির ভুজঙ্গের, ছেড়ে দিলে তারে।—
কি করিলে?

সোরাব। হইবে এ যুদ্ধ কল্য সখে,
প্রভাতে আবার।

হুমান। কি করিলে! কি করিলে!
করিলে না বধ?

সোরাব। নাহি পারিলাম সখে।
উঠায়ে ছুরিকা তীক্ষ্ণ বক্ষোপরি', যবে
কহিলাম, "করি বধ?"—কে যেন কহিল
"সাবধান! কি করিছ মূঢ়?" তিনি ক্ষমা
মাগিবার পূর্ব্বে তাঁরে ক্ষমা করিলাম!
যুদ্ধের প্রারম্ভে যবে ডাকিলেন তিনি
"সোরাব।"—সে স্বর যেন চিরপরিচিত।
মল্লযুদ্ধে ধরিলেন যবে বাহু দুটি,
হৃদয় আমার যেন পক্ষ গুটাইয়া
তাঁর বক্ষে মাগিল আশ্রয়।— কেন! কেন!
—এ কি বন্ধু? কা'র সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছি?

হুমান। শান্ত কর চিত্ত বীর। তোমারে কি সাজে
দুর্ব্বল শিশুর মত করুণ ক্রন্দন?
নিষ্করুণ হও, বীরবর! দৃঢ় কর
কোমল হৃদয়। ইহা গৃহাঙ্গন নহে;
যুদ্ধক্ষেত্র ইহা – নররক্তাক্ত, নির্ম্মম।

বর্ম্মান। চল দুর্গে বন্ধুবর।— আগত রজনী। (নিষ্ক্রান্ত।)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—রুস্তমের শিবির। কাল—রাত্রি।

আফ্রিদ একাকিনী।

আফ্রিদ। সোরাব! সোরাব! এ কি মোহপাশে তুমি আমায় জড়িয়ে নিয়ে আসছো বীর। যে দিন, যেই ক্ষণে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম তোমার মুখখানির পানে চাইলাম অমনি মনে হোল—'এ কি! এখানে যে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সমস্ত আনন্দের লীলাভূমি, সমস্ত অন্বেষণের প্রাপ্তি!' মনে হোল—প্রতিভা যেন সে স্থানে রক্তমাংসে সেজে এসেছে, প্রণয়ের একটী পবিত্র কামনা সেই মুখে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ কি সৌন্দর্য্য! এ কি আনন্দ! এ কি মহিমা? তার পরে—যতই সে মুখখানি ভুলবার চেষ্টা কচ্ছি, ততই সে পরিষ্কার আকার ধারণ কর্চ্ছে; ~~যতই তাকে নেভাতে যাচ্ছি, ততই সে জ্বলে' উঠ্‌ছে~~!—সোরাব! তুমি যদি আমার দেশের শত্রু না হ'তে, আমার পিতৃহন্তা না হ'তে!—না আমি সে কথাকে মনে স্থান দেবো না।—তুমি আমার শত্রু। তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের পথ হতে আমি বিচলিত হব না।—কে? মহারাজ?

কৈকায়ুশের প্রবেশ।

কৈকায়ুশ। যুদ্ধের কি ফল হোল? রুস্তম এখনো আসেন না কেন?

আফ্রিদ। তিনি শত্রু বধ না করে' ফির্ব্বেন না। আমি তাঁর

শিবিরে তাই সে সম্বাদের প্রতীক্ষা কর্চ্ছি! রুস্তম সোরাবকে বধ কর্বেন। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এক শত্রুকে বধ করেছি, রুস্তম আর এক শত্রুকে বধ কর্বেন।

কৈকায়ুশ। তুমি কাকে বধ করেছো আফ্রিদ!

আফ্রিদ। সেই বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রু হুজীরকে। কাল সমরক্ষেত্রে তার দেখা পেলেম। সোরাব তাকে মুক্ত করে' দিয়েছিল। সে পাপ আমাদের শিবিরে ফিরে আস্ছিল। আমি তাকে বধ করেছি।

কৈকায়ুশ। তুমি আফ্রিদ?

আফ্রিদ। হাঁ আমি মহারাজ। এখনও আমার পিতার বধের প্রতিশোধ পূর্ণ হয় নি। এখনও সোরাব বাকি আছে।

[নেপথ্যে তুরীধ্বনি]

আফ্রিদ। ও কি! ঐ রুস্তমের বিজয় তুরীর শব্দ।

কৈকায়ুশ। এই যে রুস্তম।

[ধীরে রুস্তমের প্রবেশ।]

কৈকায়ুশ। বীর! তুমি সোরাবকে বধ করে' এসেছো। এসো আমি তোমায় আলিঙ্গন করি।

রুস্তম। না মহারাজ। আজিকার যুদ্ধে আমিই পরাজিত হয়েছি।

কৈকায়ুশ। [সাতিবিস্ময়ে] সে কি! তুমি পরাজিত হয়েছো?

রুস্তম। হাঁ মহারাজ! প্রথমে সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ হোল। তাতে আমাদের সৈন্যের সমধিক ক্ষয় হওয়ায় আমি প্রস্তাব কর্লাম যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের মীমাংসা হোক। সোরাব তাতেই সম্মত হোল'। পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি। কাল আবার যুদ্ধ হবে।

আফ্রিদ। কি! তুমি সোরাবকে বধ কর্ত্তে পারোনি রুস্তম? ধিক্ তোমার বাহুবলে। এক বিংশতি বর্ষীয় বালকের কাছে রুস্তম পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে? প্রাণ দিতে পার্‌লে না। কাপুরুষ! কাল আমি যুদ্ধে যাবো। আর কিছু না পারি' প্রাণ দিতে পার্ব্ব।—ধিক্।

[প্রস্থান]।

কৈকায়ুশ। অদ্ভুত।

রুস্তম। যাও মহারাজ।

[কৈকায়ুশ প্রস্থান করিলেন।

রুস্তম। আমার শক্তি কোথায় গেল! এক বালকের কাছে পরাজিত হলাম—আর সে এমন পরাজয়! যে রুস্তম যক্ষ রক্ষ দৈত্য কুল নির্ম্মূল করে' বেড়িয়েছে, যার নামে ত্রিভুবন বিকম্পিত, তার বীরত্বের আজ এই পরিণাম! বালক যুদ্ধে বার বার যখন জিজ্ঞাসা কর্লে "তুমি কি রুস্তম?"—আমি মিথ্যা কহিলাম—যে "আমি রুস্তম নহি।" কেন?—সে এই লজ্জায়, যে এক বিশ বৎসরের বালকের সঙ্গে রুস্তম যুদ্ধে নেমেছে—আর সে তাকে পরাজিত কর্ত্তে পার্লে না? সে এই জন্য, যে আমার কাছে আমার চেয়ে রুস্তমের যশ প্রিয়তর। আমি পরাজিত হইছি? কিন্তু বালক এ স্পর্দ্ধা না করে, যে যুদ্ধে সে রুস্তমকে পরাজিত করেছে।—কিন্তু এখন বালক না জানুক পৃথিবী ত অচিরে জান্‌বে যে রুস্তম এই শিশুর কাছে পরাজিত হয়েছে! পৃথিবী যে হাস্‌বে। উঃ! অপমানে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলে' যাচ্ছে—পুড়ে

যাচ্ছে।—ঈশ্বর! কালিকার যুদ্ধে এই শক্তি দাও, যে শক্তিবলে সোরাবকে যুদ্ধে বধ কর্ত্তে পারি। তার পরে আর কিছু চাহিনা। কাল জয় চাই। আমার ভবিষ্যতে সুখশান্তি সম্পৎ সব কেড়ে নিও; কেবল জয় দান কর, আর কিছু চাহিনা।

এই বলিয়া রুস্তম কক্ষমধ্যে উত্তেজিত ভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন—"দৌবারিক"।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

রুস্তম। সুরা নৃত্য, গীত।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

রুস্তম। এ দুঃখ সুরায় ডুবিয়ে দেই, সঙ্গীতে ভাসিয়ে দেই, নৃত্যে লুপ্ত করে' দেই।—নহিলে এ অসহ্য।

সুরাপাত্র হস্তে নর্ত্তকীদের প্রবেশ,ও রুস্তমের পার্শ্বে সুরাপাত্র রক্ষা পরে নৃত্য গীত। রুস্তম সুরাপানে রত।]

(গীত)।

ঢাল্ সুরা ঢাল্ ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জালা।
শোক অপমান নাই কিছু নাই—সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই;
দুখের পাথার, দেবোরে সাঁতার, বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা—
আয়রে প্রাণের সুহৃৎ আমার, যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার।—
ঢাল্ সুধা ঢাল্ ঢালরে আবার, দে ঐ পাত্র অমিয়া ঢালা।
কিসের জীবন।—সেত এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে, আর,
কিসের বিজয় কঙ্কালসার গলে কঙ্কালমুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—ঠিক্ চলেছিস সেই মৃত্যুর দিক;
যতই বাঁচিস, ততই মরিস্, যতই ভাবিস, ততই জ্বালা।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরে সমরাঙ্গন। কাল—প্রভাত।

সোহ্রাব একাকী।

———০———

সোহ্রাব। বুঝিতে না পারি।—সেই বীর;—প্রসারিত
বক্ষ, সমুদ্রের মত; পর্ব্বতের মত
গর্ব্বসমুন্নত দেহ; চক্ষে বজ্রজ্বালা,
কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মেঘধ্বনি;
কাহার সম্ভবে আর—যদি নয় তিনি
রুস্তম—আমার পিতা?
এক মহাদ্বিধা
আমারে করেছে ভিন্ন আমা হ'তে আজি।
আজি যেন আমি আর আমি নহি; যেন
বোধ হয় শূন্যগর্ভ বিজয়গৌরব।
শ্লথ শৌর্য্য অঙ্গ হতে পড়িছে খসিয়া
জীর্ণ বাস সম।—পিতা! পিতা! পিতা! পিতা!

[রুস্তমের প্রবেশ।]

সোহ্রাব। কে বীর! এসেছো তুমি!

রুস্তম। আসিয়াছি আমি।
সোহ্রাব! বালক! শেষ যুদ্ধ হবে আজি।
লুটাইবে ভূমিতলে, সোহ্রাব,—তোমার
অথবা আমার শব আজি।—যুদ্ধ কর।

সোহ্রাব। ক্ষান্ত হও বীরবর! পরিত্যাগ কর

অস্ত্র। এসো, বীর! আজি তুমি আর আমি
দুই জনে বসি' এইখানে, করে কর,
বক্ষে বক্ষ, প্রিয়বর, উর্দ্ধমুখে মাগি
বিধাতার ক্ষমা। ডুবাইয়ে দেই
অতীত বিদ্বেষ মহা স্নেহের প্লাবনে।
তোমারে করিতে বধ উঠিছেনা বাহু,
চাহিছেনা প্রাণ।—আজি কি যেন টানিছে
দুর্নিবার স্রোতে আমারে তোমার পানে।
যেন তুমি বৈরী নহ; যেন—যেন তুমি
বহু—বহু দিবসের বন্ধু পুরাতন।
মম অন্তঃস্থল হ'তে উঠিছে গভীর
করুণ ক্রন্দন এক—কিহেতু? জানিনা।
—এসো বন্ধু প্রিয়তম! আলিঙ্গন কর।

রুস্তম। কখন না। স্নেহ অনুকম্পা, সর্ব্ববিধ
কোমল প্রবৃত্তি আজি, এ হৃদয় হ'তে
নির্ব্বাসিত করিয়াছি। সর্ব্ব সাধনাকে
কেন্দ্রীভূত করিয়াছি একটী ইচ্ছায়,
সে তোমায় বধ; পরাজয় অপমান
জর্জ্জরিত করিয়াছে চিত্ত। সেই মহাজ্বালা
ব্যাপ্ত হইয়াছে দেহে, মস্তিষ্কে, শোণিতে!
জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি আমি।—অস্ত্র নাও।

সোরাব। এই মাত্র? পরাজয় অপমান তবে
আমি লইতেছি মাগি'। এসো বন্ধুবর!
আজি আমি তব সর্ব্ব সৈনিক সম্মুখে,

আমার জীবন ভিক্ষা লব জানু পাতি',
মাগিয়া তোমার কাছে।—বন্ধু ! অস্ত্র রাখো।

রুস্তম। চাহিনা শুনিতে নারীসুলভ কাকুতি।
আজি যুদ্ধে নামিয়াছি ভীম রুদ্র তেজে,
বাঁধিয়াছি আপনাকে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞায়,
তোমারে করিব বধ অথবা মরিব ;
এই শির, হয় আজি লোটাবে ভূতলে
তোমার চরণ তলে, অথবা গৌরবে
উন্নত, বিজয় গর্ব্বে ফিরিবে শিবিরে।

সোরাব। শোন বন্ধু।

রুস্তম। কোন কথা শুনিতে চাহি না ;
আপনার সন্তানের মরণকাকুতি
টলাইতে পারে না এ প্রতিজ্ঞা আমার !
রক্ষা কর আপনাকে। [আক্রমণ]

সোরাব। তবে তাই হোক।

[উভয়ের যুদ্ধ। ক্ষণেক পরে সোরাবের তরবারির আঘাতে রুস্তমের তরবারি ভূপতিত হইল।]

রুস্তম। ক্ষুব্ধ নহি। রিক্তহস্তে করিব সংগ্রাম।
—যুদ্ধ কর। দীপ্ত তব খর তরবারি
নামুক আমার স্কন্ধে ;—ভীত নহি আমি।
মরিব বীরের মত।

সোরাব। কথন না—আমি
তরবারি করিলাম ত্যাগ। [তরবারি ত্যাগ।] যুদ্ধ হোক
তবে বাহুবলে বাহুবলে। [মল্লযুদ্ধ]

[দ্রুতবেগে আক্রিদের প্রবেশ]।

আক্রিদ। ধন্য ধন্য—
এইত উদার চিরমহৎ সোরাব!
—তথাপি সোরাবে ছাড়িও না।—বধ কর—
বধ কর তব সিংহবিক্রমে, রুস্তম।

সোরাব। কই পিতা। [ভূপতিত হইলেন।]

রুস্তম তাহার উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, ছুরিকা উত্তোলন করিলেন।

রুস্তম। সোরাব! স্মরণ কর তবে
পিতা মাতা—যে যেখানে আছে, এই শেষ
মুহূর্ত্ত তোমার।

সোরাব। এ প্রথম বার বীর!
তোমার দেশের প্রথা—

রুস্তম। এ প্রথম বার,
এই শেষবার—[বক্ষে ছুরিকাঘাত]।

সোরাব। ওঃ—মরি, আমি মরি—মা! মা!—পিতা! পিতা!

রুস্তম। মর তুমি! আমার সে বিজয় গৌরব
বালক!—করিবে খর্ব্ব তুমি!—মর তবে।

[পুনরায় অস্ত্রাঘাত ও প্রস্থান।

আক্রিদ। মর মম পিতৃঘাতী! এ হস্ত দুখানি
করি বিরঞ্জিত তবে রুধিরে তোমার [হস্ত রঞ্জিত করিয়া]
এই রক্ত—এই রক্ত, এখনও কবোষ্ণ
জীবন উত্তাপে তব, এই রক্তে আজি
পিতার মৃত্যুর হোক পূর্ণ প্রতিশোধ।

সোরাব। আফ্রিদ!—করিও ক্ষমা।

আফ্রিদ। সোরাব! সোরাব!

বীর চূড়ামণি তুমি! উদার মহৎ!

পড়িয়াছ তুমি আজি অন্যায় সমরে;

তুমি যাইতেছ—যাও!—আমিও যাইব

সঙ্গে, আমি ছাড়িব না।—দাঁড়াও সোরাব!

—আফ্রিদে চাহিয়া দেখ।

[নিজ বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিয়া পতন।]

তব পদতলে।

সোরাব। কি করিলে আফ্রিদ?

আফ্রিদ। উচিত করিয়াছি।

—সোরাব! তোমারে ভাল বাসিয়াছি, বাসি।

তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান

ছিল—সে পিতার মৃত্যু; জীবনসঙ্গিনী

হইতে না পারিতাম কদাপি তোমার।

সেই মহাব্যবধান আজি গেছে স'রে,

আজি আমি তাই তব—মরণসঙ্গিনী;

এসো বক্ষে প্রিয়তম—এস একবার!

এ প্রথম, এই শেষ।

সোরাব। এসো প্রিয়তমে!

এসো বক্ষে আজি এই জীবন সন্ধ্যায়।

আফ্রিদ। প্রিয়তম! বিশ্ব অন্ধকার হয়ে আসে—

হস্ত দাও প্রাণাধিক: আমাদের এই

সাধের বাসর। [মৃত্যু।]

সোরাব। বীরনারী! প্রাণাধিকে!
দাঁড়াও আমিও যাই।
[কৈকায়ূশ ও সৈনিকগণ সহ রুস্তমের প্রবেশ]।
রুস্তম। এই সেই বীর
লুটায়ে ভূতলে।
কৈকায়ুশ। ধন্য ধন্য বীরবর!
নিরাপদ আজি পারস্যের সিংহাসন।
হে বীর! বীরেন্দ্র! আজি আলিঙ্গন দাও।
[আলিঙ্গন করিয়া সসৈনিক প্রস্থান।
সোরাব। হে বীর! জানি না আমি, কে তুমি। জানিও—
আমায় অন্যায় যুদ্ধে বধিয়াছ তুমি;
জানিও—তুমিও রক্ষা পাইবে না কভু
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ হত্যাকাহিনী।—থাকো তুমি অন্ধকারে,
ভূগর্ভে, আকাশে, কিম্বা জলধি কন্দরে,
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ অন্যায় হত্যা তাঁর পুত্রের—রবেনা
তোমার উদ্ধত শির স্কন্ধের উপরে।
রুস্তম। সেকি? কে তোমার পিতা?
সোরাব। কে আমার পিতা?
—ভুবন বিখ্যাত বীর রুস্তম।
রুস্তম। কে মাতা?
সোরাব। তুরানের রাজকন্যা।—মা—মা—এ মরণে,
তোমায় না পাইলাম দেখা।—হায় আমি

আসিয়াছিলাম নিজ পিতৃঅন্বেষণে,
কিন্তু দেখা পাইবার পূর্ব্বে, অবসান
হোল দিবা।

রুস্তম। অসম্ভব! এ পুত্র আমার!
আমার ত' পুত্র হয় নাই!—অসম্ভব।

সোরাব। কে তুমি?

রুস্তম। আমিই সেই রুস্তম।

সোরাব। রুস্তম!—
আমার হৃদয় তবে মিথ্যা বলে নাই।
উঠিতেছিল না তাই, এ বাহু আমার
তোমারে করিতে বধ!—পিতা!—পিতা—পিতা!

রুস্তম। বালক তোমার কোন নিদর্শন আছে?

সোরাব। খুলে দেখ এই বর্ম্ম।

[রুস্তম কম্পিত হস্তে সোরাবের বাহুর বর্ম্ম উন্মোচন করিলেন।]

এই সে কবচ।
কি করেছি, আমি পুত্রহত্যা করিয়াছি—
অন্যায় সমরে?—পুত্র! সোরাব—সোরাব!

সোরাব। পিতা! পিতা!

[দ্রুতবেগে তামিনার প্রবেশ।]

তামিনা। কই পুত্র!

সোরাব। মা—মা—মা—আমার! [হস্ত বাড়াইলেন।]

তামিনা। তাহাই ঘটিল পুত্র!—সোরাব! সোরাব!
—কোথা যাও বৎস!

রুস্তম। আমি হত্যা করিয়াছি
তামিনা তোমার পুত্র।

সোরাব। দাও পদধূলি;
মা আমার! বাবা!—যাই অতি দূরদেশে—
অতি ঘন অন্ধকারে। দাও মা বিদায়। [মৃত্যু]

তামিনা। বৎস! বৎস! প্রাণাধিক! সোরাব আমার। [মূর্চ্ছিত]

[রুস্তম প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।]

নবম দৃশ্য।

স্থান—সমরাঙ্গনের এক অংশ। কাল—সন্ধ্যা।

ফকিরের প্রবেশ ও গীত।

একটু আলো ও আধার, একটু সুখ ও একটু ব্যথা—
না কহিতে হায় ফুরাইয়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা।
একটু আলাপ কলহ বিলাপ, একটু বিশ্বাস আশা, ভয়, গো—
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো।
একটু হৃদির একটু স্পন্দন—স্তব্ধ হয়ে যায় পরে সব;
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—থেমে যায় এই কলরব।
ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপেরই গরিমা, সবই হায় গো—
এক সঙ্গে শেষে চখের নিমিষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায় গো।

দশম দৃশ্য।

পুনরায় অষ্টম দৃশ্য। রাত্রি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত।
শীর্ণমুখ, শুভ্রকেশ পাণ্ডুর রুস্তম, সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া।
সম্মুখে জানু পাতিয়া তামিনা অবস্থিত ; অদূরে
পূর্ব্ববৎ সোরাব ও আফ্রিদের মৃতদেহ।

তামিনা। যা হবার হইয়াছে —ঘরে ফিরে চল।
প্রভু! দীর্ঘ রাত্রিকাল আসিয়া নীরবে
প্রভাত হইয়া গেছে।—তথাপি নিশ্চল।
সে প্রভাত ক্রমে ক্রমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
আবার নিভিয়া গেছে গাঢ় অন্ধকারে।—
তথাপি নিশ্চল! সেই গাঢ় অন্ধকার
এখন ঘেরিয়া, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা, ও বিদ্যুৎ
করে পৈশাচিক নৃত্য, সঙ্গে বাদ্য বাজে
ঘন ঘন বজ্রধ্বনি—তথাপি নিশ্চল—
নির্ণিমেষ—চেয়ে আছো কেন?—ফিরে চল।
[হাত ধরিলেন]
—হায় এ পাষাণ মূর্ত্তি—অটল অসাড়,
শুনিছেনা দেখিছেনা, শুদ্ধ চেয়ে আছে,
চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে—আছে—স্তব্ধ নির্ণিমেষ।
প্রভু! প্রভু! প্রাণেশ্বর! [পা জড়াইয়া ধরিলেন।]

[সদাজী, গুরাজ ও তুশের সহিত কৈকায়ুশের প্রবেশ।]

তুশ। দেখ মহারাজ!
ঐ দেখো—এই ঘন গাঢ় অন্ধকার,

যাহে ভিন্ন করে শুধু পিঙ্গল বিদ্যুৎ,
এই ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ; তার মাঝে
এখনও দাঁড়ায়ে বীর রুস্তম তেমতি !
অঙ্গে ঝরে বৃষ্টি ধারা, শুভ্র কেশরাশি ;—
যেন সে প্রস্তরীভূত, বাক্যের অতীত,
এক মহা পরিতাপ —তাহার চরণে
পতিতা, রোরুদ্যমানা, সতী, পতিব্রতা,
অভাগিনী পুত্রহারা।

কৈকায়ুশ। রুস্তম! রুস্তম!!—
শুনিছেনা দেখিছেনা— শুদ্ধ চেয়ে আছে।

তথাপি রুস্তম সেইরূপ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যবনিকা।